—প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

—মুদ্রাকর—
শ্রীতীর্থপদ রাণা
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

—প্রথম অভিনয়—
কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ
কর্তৃক
শ্রীরঙ্গম নাটমঞ্চে
২৬শে জানুয়ারী : ১৯৫৩

—নব পর্য্যায়ে প্রথম অভিনয়—
পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা
কর্তৃক
কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয়, মহাসভা কংগ্রেস
নাটমঞ্চে ২২শে জানুয়ারী : ১৯৫৪

—দ্বিতীয় সংস্করণ—
১লা জানুয়ারী : ১৯৬০

—রচনাকাল—
৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল : ১৯৫২

মহাভারতী

৭ই মে ১৯৫৩
তারিখে অনুষ্ঠিত
সর্বকনিষ্ঠা সহোদরা
শ্রীমতী লীলা রায়ের সহিত
শ্রীমান অমল দে'র
শুভ বিবাহে
স্নেহাশিস্
আশীর্বাদক
দাদা

মন্মথ রায়

লেখকের কথা

আমার লেখা প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে। নাটকটি ছিল একখানি একাঙ্কিকা—নাম 'মুক্তির ডাক'—একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। তাহার পর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমার যে সব নাটক অভিনীত হয়, তাহার কোনটিই সামাজিক নাটক ছিল না। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে 'নাট্যনিকেতনে'র জন্য 'মীরকাশিম' নাটক রচনার পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জন্য আমি আর কোন নাটকই লিখি নাই। ১৯৫২ সালে আমি পুনরায় নাটক লিখিতে মনস্থ করিয়া ঐ বৎসরেরই এপ্রিল মাসে 'মহাভারতী' রচনা করি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত আমার নাটকগুলির মধ্যে 'মহাভারতী'ই প্রথম সামাজিক নাটক। এই নাটকখানি ১৩৫৯ সালের 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ-রদ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ সালে আইন-অমান্য ও লবণ-সত্যগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লব এবং ১৯৪৬ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এই রাজনীতিক ঘটনাগুলি এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু।

মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকূলবর্তী একটি গ্রামে মহাভারত মাইতি নামক এক মধ্যবিত্ত কৃষক এবং তাহার পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজনীতিক নাটকটি পরিকল্পিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি সমস্তই কাল্পনিক। সমগ্র নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যপটই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘটনার ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অন্য কোন অসংগতি সংশোধন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে সাহায্য করিবেন, এই নিবেদন।

শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের কয়েকখানি গান রচনা করিয়া এবং প্রখ্যাত চিত্রী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের চিত্রগুলি আঁকিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই নাটক প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নিকট যে উৎসাহ পাইয়াছি তাহা মুগ্ধচিত্তে চিরদিন স্মরণ করিব।

মন্মথ রায়

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত)

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "১৮৫৭ বিদ্রোহ শতবার্ষিকী জয়ন্তী" উৎসবে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা ২৪শে এবং ২৫শে আগষ্ট (১৯৫৭) এই মহাভারতী নাটক হিন্দীভাষায় অভিনয় করেন। এতদুপলক্ষে 'অবতরণিকা' মূল নাটকে সংযোজন করিয়াছিলাম। এই বাংলা সংস্করণেও উহা দিলাম।

মন্মথ রায়

১লা জানুয়ারী : ১৯৬০

মহাভারতী

অবতরণিকা

(১৯০৮)

[মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম : শ্রীপুর। মহাভারত মাইতি এই গ্রামের জনৈক সম্পন্ন চাষী—বয়স প্রায় ৪০। স্ত্রী গঙ্গা—বয়স ৩০। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম—বয়স ১৪।

গৃহপ্রাঙ্গণ। একপার্শ্বে শয়ন গৃহের বহির্বারান্দা। অপর পার্শ্বে ধানের গোলা ও তুলসীমঞ্চ। দৃশ্যের শেষভাগে মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের মধ্যস্থলে বাহিরে-যাতায়াতের সদর দরজা।

১৯০৮ সাল। গ্রীষ্মকাল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘরের বারান্দায় মহাভারত মাইতির বৃদ্ধ পিতা কীর্তিবাস মাইতি (বয়স প্রায় ৭৫) মৃত্যুশয্যায় অবস্থিত। প্রাঙ্গণে মহাভারত মাইতি বিষণ্ণচিত্তে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার স্ত্রী গঙ্গাদাসী হুঁকাটি আনিয়া তাহার হাতে দিল। মহাভারত হুঁকাটি হাতে লইয়া একটি মোড়ায় গিয়া বসিল।]

মহাভারত ॥ বুড়ো এখন ম'লে বাঁচি !

গঙ্গা ॥ ছি-ছি! নিজের বাপ্, তার কি কখনও স্মরণ চাইতে হয়!

মহাভারত ॥ সাধে কি আর চাইছি! সারাটা জীবন পাগলামী করে কাটিয়েছেন, তা-ও সয়েছি। কিন্তু মরতে বসে এখন যা করছেন তাতে যে আমাদের সবার হাতে দড়ি পড়বে গঙ্গামণি! ঐ শোনো, ঐ আবার!

কীর্ত্তিবাস ॥ ঐ নতুন কার্তুজে শুয়োরের চর্বি! হিন্দু মুসলমান সেপাই আমরা—ঐ কার্তুজ আমরা দাঁতে কাটব না—কাটব না! খবরদার—খবরদার। ...ঐ—ঐ গুলি ছুঁড়ল—ব্যারাকপুর ব্যারাকে মঙ্গল পাঁড়ে গুলি ছুঁড়ল—গোরা অফিসার কুপোকাৎ।

[এই কথার মধ্যে মহাভারত ও গঙ্গা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে থামাইল।]

মহাভারত ॥ তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি থামো।

কীর্ত্তিবাস ॥ থামছি বাবা—থামছি—আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে!

মহাভারত ॥ একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর বাবা!

কীর্ত্তিবাস ॥ আচ্ছা বাবা, করছি। তুই যা। তোকে আমি সইতে পারছি না। কার ছেলে হয়ে আজ তুই কী হয়েছিস?

মহাভারত ॥ আবার বকতে শুরু করলে !

কীর্তিবাস ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—থামছি। তোরা গেলেই আমি থামব।

[মহাভারত ও গঙ্গা প্রাঙ্গণে আসিল।]

গঙ্গা ॥ আজ জ্বরের ঘোরে ওসব উনি কী বলছেন ! মঙ্গল পাঁড়ে ! ব্যারাকপুর ! সিপাহীবিদ্রোহ !

মহাভারত ॥ ওসব কথায় কান দিও না। ওসব প্রলাপ।

গঙ্গা ॥ না—না, প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিচ্ছ কেন গো ! আজ দুপুরে তো জ্বর ছিল না। তখন যে আমায় সব বল্লেন।

মহাভারত ॥ কী বললেন ?

গঙ্গা ॥ বললেন, ওঁর যখন বয়স কুড়ি বাইশ—তখন উনি ওঁর বাপের সঙ্গে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন—কাশী। আর সেখানে নাকি তখন দেশী সেপাইরা ক্ষেপে গিয়ে সাহেবদের সব মেরে ফেলেছিল।

মহাভারত ॥ চুপ—চুপ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ একটা হয়েছিল বটে। বাঙলার ব্যারাকপুরেই স্থুরু হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেসব কথা এতদিন পেটে রেখে এখন একেবারে ঢাক পেটানো স্থুরু করেছেন।

কীর্তিবাস ॥ বাহাদুর শাহ্ ! সম্রাট ! ভাবছ কেন ? ঐ দেখ—নানাসাহেব—তাঁতিয়া টোপি—কুমার সিং—ঝাঁসীর রাণী ! হাজার হাজার দেশী সেপাই—বিদ্রোহের নিশান তুলেছে—ইংরাজ রাজত্ব শেষ করে ছুটে আসছে দিল্লীর মস্‌নদে—তোমাকে বসাতে !

[বলা বাহুল্য এইবারও মহাভারত ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।]

মহাভারত ॥ আঃ ! তুমি থামবে কিনা বল বাবা !

কীর্তিবাস ॥ জ্বলে যাচ্ছে—আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে ! কবরেজ ডেকে আন—আমাকে বাঁচা।

মহাভারত ॥ কবরেজের তো কত ওষুধ খেলে—কী হ'লো ?

কীর্তিবাস ॥ তবে তুই আমায় হাওয়া কর। জোরে হাওয়া কর···আরো জোরে !

মহাভারত ॥ তুমি চুপ না করলে আমি হাওয়া করব না বাবা !

কীর্তিবাস ॥ আচ্ছা—আচ্ছা।

[মহাভারতের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মাইতি—পা টিপিয়া টিপিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।]

রাম ॥ মা !

গঙ্গা ॥ কীরে রাম, ঘুমুতে পারলি না বুঝি বাবা!

রাম ॥ না মা, আমি ঘুমুইনি ত! ঠাকুর্দার সব কথা শুনছি—শুনতে আমার এত ভাল লাগে মা! জানো মা, সিপাই বিদ্রোহে ঠাকুর্দা আর তার বাবা দু'জনেই সিপাইদের হয়ে লড়াই করেছেন কাশীতে। শেষে কানপুরেও।

গঙ্গা ॥ তোকেও ওসব বলেছেন বুঝি!

রাম ॥ হ্যাঁ মা, চুপি চুপি বলেছেন আজ বিকেলে। সাহেবদের গুলিতে ঠাকুর্দার বাবা মারা যায়,—আবার ঠাকুর্দার লাঠি খেয়ে সাহেবও নাকি মরেছিল কটা! রীতিমত যুদ্ধ! আচ্ছা মা, ঠাকুর্দার ওসব কথা কী সত্যি?

গঙ্গা ॥ কী জানি বাবা—এতদিন তো এসব চেপেগেছেন—এখন যাবার সময় সব বলছেন। হতেও পারে বা!

রাম ॥ আচ্ছা, মা, ঠাকুর্দা কি সত্যিই বাঁচবে না।

গঙ্গা ॥ একটা কাজ করতে পারবি বাবা?

রাম ॥ কী মা?

গঙ্গা ॥ ভবতারণ কবরেজকে একবার ডেকে আনতে পারবি?

রাম ॥ এই দুপুর রাতে কি সে বুড়ো আসবে মা?

গঙ্গা ॥ তুই দেখ না বাবা, যদি হাতে পায়ে ধরে আনতে পারিস ?

রাম ॥ আনব মা, আনব—যেমন করে হোক—ঠাকুর্দাকে বাঁচাতেই হবে। নইলে ঐ সব লড়াইয়ের গল্প আমাকে কে বলবে মা ?

গঙ্গা ॥ লণ্ঠনটা নিয়ে যা।

[চট করিয়া লণ্ঠন লইয়া রাম ছুটিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মহাভারত মাইতি প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহাভারত ॥ কে গেল !

গঙ্গা ॥ রাম।

মহাভারত ॥ রাম ! কোথায় গেল ?

গঙ্গা ॥ ভবতারণ কবরেজকে ডেকে আনতে।

মহাভারত ॥ সর্বনাশ ! রাম-রাম—ফিরে আয়—ফিরে আয় [চীৎকার]

গঙ্গা ॥ ছুটে গেছে—এতক্ষণে ও কবরেজ বাড়ী পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওকে পিছু ডাকছো কেন, অমন করে ?

মহাভারত ॥ সর্বনাশ হ'ল !

গঙ্গা ॥ সর্বনাশ কী গো ? কবরেজ এসে দেখে ওষুধ দিলে জ্বালাটা হয় তো যাবে—ঘুমও হবে।

মহাভারত॥ তা হয়ত যাবে—কিন্তু ঐ সঙ্গে আমার ঘর সংসার যে জ্বলে যাবে।

গঙ্গা॥ কী যে তুমি বল কিছুই বুঝি না।

মহাভারত॥ তাই যদি বুঝবে তো মেয়েমানুষ হয়েছ কেন? দিনকতক আগে এই মেদিনীপুর জেলায় ঐ নারাণগড়ের রেললাইনে বোমা ফাটিয়ে বাঙলার লাটসাহেবের গাড়ী উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্বদেশী ছোঁড়ারা। তা সে হ'লো গিয়ে বাবা—লাটসাহেব। তার কি আর মরণ আছে? মরতে মরণ আমাদের।

গঙ্গা॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—গাঁয়ে গাঁয়ে খুব ধরপাকড় হচ্ছে।

মহাভারত॥ আমাদের নারাণ চৌকিদার একেবারে বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। তার কানে যদি তোমার শ্বশুর ঠাকুরের ওই সব কথা একবার যায়, আর তবে রক্ষে আছে ভাবছ? ঐ যে ভবতারণ কবরেজ, যাকে তোমরা ডেকে আনছ, যদি এসব কথা শোনে এখুনি গিয়ে একেবারে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নারান চৌকিদারের দড়ি এ বাড়ীর সবার হাতে এসে উঠবে!...

গঙ্গা॥ কিন্তু শ্বশুরঠাকুর যে সব কথা বলছেন, সে সব তো আর আজকের কথা নয়! তোমার আমার

জন্মের আগের কথা। তার জন্যে এখন আমাদের হাতে দড়ি পড়বে কেন গো ?

মহাভারত ॥ আরে স্বদেশীছোঁড়াদের আজ এই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব এর গোড়াপত্তনই তো হয়েছে সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে—যাতে তীর্থ করতে গিয়েও মেতে উঠেছিলেন আমার ওই বুড়ো কর্তা আর তার বুড়ো বাপ। তা বুড়ো কর্তার বাবা মরে বেঁচেছেন, আর আমার ঐ কর্তা এতকাল কথা-গুলো ধামাচাপা রেখে, শেষে যাবার সময় প্রলাপ বকে নিজে মজবেন, আমাদেরও মজিয়ে যাবেন দেখতে পাচ্ছি! এই নাও হয়ে গেল, ভবতারণ এসে গেলেন।

[রামের সহিত কবিরাজ ভবতারণের প্রবেশ। একহাত ঘোমটা টানিয়া গঙ্গা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।]

ভবতারণ ॥ ব্যাপার কি মহাভারত ? এই রাতদুপুরে একেবারে সমনজারী করে ধরে আনলে যে ! কীর্তিবাসদা তো সকালের দিকে ভালই ছিলেন দেখে গেলাম।

মহাভারত ॥ আজ্ঞে, এখনো ভাল আছেন—বেশ আছেন। আর থাকবেন নাই বা কেন, আপনার বড়ি যখন একবার পেটে পড়েছে—

ভবতারণ ॥ হ্যাঁ, যা বলেছ, এ হচ্ছে ভবতারণ বড়ি বাবা! যা-ই কুপিত হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হ'তেই হবে। শাস্ত্রেই বলেছে—অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং—······তা চলো একবার দেখেই যাই।

মহাভারত ॥ না—না আর দেখে দরকার নেই ভবতারণ খুড়ো। বাবা তো দিব্যি ঘুমুচ্ছেন—

ভবতারণ ॥ আরে বাবা সেটা আবার মহাঘুম কিনা সেটাও তো দেখতে হবে।

মহাভারত ॥ না—না, অত সহজে মহাঘুম আমার বাবার হবে না খুড়ো। ও বুড়ো সে ছেলেই নয়।

ভবতারণ ॥ বেশ—বেশ! কিন্তু তবে আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে এমন করে টেনে আনলে কেন?

মহাভারত ॥ স্ত্রীবুদ্ধি—স্ত্রীবুদ্ধি! বাবা একবার হাঁচলেন কি কাশলেন—অমনি একেবারে আঁতকে ওঠেন আপনার বৌমা।

ভবতারণ ॥ কিন্তু বাবা, এই রাত দুপুরে—বুঝলে ত? গুরুরই আদেশ—দর্শনীটা ডবল।

মহাভারত ॥ তা তো বটেই—সেটা আর আমি জানি না—[ট্যাঁক হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া] নিন্।

ভবতারণ ॥ তা বাবা, দর্শনী যখন দিলে, একবার দর্শনটা করে যাবো না ?

মহাভারত ॥ কোনো দরকার নেই খুড়ো, বাবা এখন আমার একেবারে কুম্ভকর্ণ। আপনি আসুন। এই রাম, লণ্ঠনটা নিয়ে রেখে আয়।

[রাম লণ্ঠন হাতে কবিরাজকে লইয়া চলিল এমন সময়—]

কীর্তিবাস ॥ কে তুমি ! কোথায় যাচ্ছ ?

ভবতারণ ॥ [চমকিয়া ফিরিয়া] অ্যাঁ ! কীর্তিবাসদার গলা না ?

মহাভারত ॥ না—না, ও কিছু নয় খুড়ো ! আপনি চলে যান দরকার হয়তো আমি আপনাকে ডাকবো।

ভবতারণ ॥ আর ডাকব কিহে—ঐ তো ডাকছে !

[ভবতারণ ফিরিয়া প্রাঙ্গণে আসিল, কীর্তিবাসও প্রলাপের ঘোরে বাহিরে আসিতেছে, গঙ্গা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।]

কীর্তিবাস ॥ আমরা গাঁয়ের চাষাভূষো একদল যাত্রী তীর্থ করতে গেছি—কোনও দোষ করিনি আমরা কারো কাছে। হঠাৎ দেখি গুলি গোলা চলছে—বিদেশী পল্টনের সঙ্গে দেশী পল্টন লড়াই করতে করতে ছুটে আসছে—ভয়ে আমরা পালাচ্ছি—বিদেশী গোরাগুলো

আমাদের দিকে একঝাঁক গুলি চালালো—তারই একটা গুলি খেয়ে রক্ত বমি করতে করতে আমার বাবা আমার চোখের সামনে মরে গেল! উঃ কী জ্বালা! সারাটা গা আমার জ্বলে যাচ্ছে! কবরেজ এ জ্বলুনির শান্তি কিসে বলতে পার?

[ইতিমধ্যে উহারা তাহাকে ধরিয়া প্রাঙ্গণের খাটিয়ায় বসাইয়াছে। রাম গঙ্গার ইঙ্গিতে ভিতর হইতে পাখা আনিয়াছে, গঙ্গা হাওয়া করিতেছে। মহাভারত তাহাকে ধরিয়া আছে।]

ভবতারণ॥ ও সব তুমি কী বলছ কীর্তিবাসদা?

মহাভারত॥ প্রলাপ বকছে! ও আপনি ধরবেন না খুড়ো!

ভবতারণ॥ প্রলাপ!

[নাড়ি টিপিয়া দেখিতে গেল—কীর্তি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল।]

কীর্তিবাস॥ নাড়ি টিপে কিছু বুঝতে পারবে না কবরেজ। যদি বুঝতে হয় ত এই বুকে হাত দাও। নয়, চল আমার সঙ্গে সেই কানপুরে—বিশ বছরের জোয়ান তখন আমি। কিন্তু সিপাই নই বলে পল্টনে ঢুকতে পারলাম না। তা বলে আমি ছাড়ি নি। আমিও পেয়েছিলাম আমার শিকার একদিন···

[কবিরাজের হাত চাপিয়া ধরিল]

ভবতারণ॥ উঃ! ছাড়ো ছাড়ো!

কীর্তিবাস॥ হ্যাঁ—সেও এমনি করে হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়েছিল—

মহাভারত॥ দেখছেন কী? পাগল, খুড়ো—পাগল!

ভবতারণ॥ বিকার—ঘোরতর বিকার। এর পর হয়তো কামড়াবে। বিষম চিকিৎসার দরকার। আমি বাড়ী গিয়ে পুঁথি ঘেঁটে দেখছি।

[পলায়ন]

কীর্তিবাস॥ কেন জানি না আমার দয়া হ'ল। আমি ছেড়ে দিলাম সাহেবটাকে। তার সেই বন্দুকের মুখের ছোরাটা—যেটা দিয়ে কত লোককে সে খুঁচিয়ে মেরেছিল—বন্দুকের মুখের সেই ছোরাটা আমার হাতে রেখেই সে পালিয়ে গেল। তোরা সব জানিস কোথায় আছে আমার সেই ছোরাটা?

মহাভারত॥ না—সে আমরা জানি না। কখনো তো তা বলনি! কেন বলনি বাবা?

কীর্তিবাস। শেষে আমরাই যে হেরে গেলাম। তার পরে ইংরেজের এমন অত্যাচার শুরু হ'লো যে ভয়ে আমরা থ হয়ে গেলাম। পালিয়ে এলাম নিজের ভিটেয়। থানায় থানায় হুলিয়া হ'লো—"সিপাই বিদ্রোহে কে যোগ দিয়েছিল বলো।" তাই, সেই যে মুখ বন্ধ করে

দিলাম আজ তার চাবি খুলেছে এই মরণ কালে। আজ আর সে সব কথা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না বাবা। আরও পারছি না এই আনন্দে যখন শুনছি বিদেশী লাট সাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দিতে গেছে এই মেদিনীপুরেরই ছেলে। এখন দেখাছ স্বাধীনতার লড়াই আবার সুরু হয়েছে দেশে, আমি শাস্তি পাচ্ছি—আমার ঘুম আসছে। আঃ!

[অব্যক্ত যন্ত্রণা ক্রমশঃ শান্ত হইল। খাটিয়ায় শুইয়া পড়িয়াছে কীর্তিবাস। চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

মহাভারত ॥ [গঙ্গাকে] মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ঘুম এলো!

গঙ্গা ॥ দেখ, রাতদুপুর গড়িয়ে গেল—তোমার কিন্তু এই টাল-মাটালে খাওয়া হয়নি, এই ফাঁকে খাবে চলো। রাম খেয়েছে, রাম বরং বাবার কাছে একটু বসুক, এসো।

মহাভারত ॥ তুই ভয় পাবি না তো রাম?

রাম ॥ ঠাকুর্দা রয়েছে, কীসের আবার ভয়?

[গঙ্গা ও মহাভারতের প্রস্থান। রাম ঠাকুর্দার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।]

কীর্তিবাস ॥ কেরে? রাম?

রাম ॥ হ্যাঁ, ঠাকুর্দা।

কীর্তিবাস ॥ ওরা কোথায় গেল ?

রাম ॥ বাবা আর মা ? ওরা খেতে গেল ঠাকুর্দা, আচ্ছা ঠাকুর্দা সাহেবের বন্দুকের মুখের সেই ছোরাটা··· সেটা কি সত্যিই তুমি পেয়েছিলে ?

কীর্তিবাস ॥ বিশ্বাস করছিস না বুঝি ?

রাম ॥ কই দেখাওনি ত কোনদিন ?

কীর্তিবাস ॥ দেখলে বিশ্বাস করবি ?

রাম ॥ হ্যাঁ, তবেই বিশ্বাস করব, নইলে বুঝব সবই তোমার গল্প, যে সব গল্প বলে আমাকে ঘুম পাড়িয়েছ তুমি এতকাল।

কীর্তিবাস ॥ বটে ! তোকে দেখাব, যদি তুই ঐ তুলসী গাছ ছুঁয়ে আমায় বলিস বিদেশী শাসন তুই মানবি না—স্বাধীনতার সেপাই হবি তুই।

[রাম ছুটিয়া গিয়া তুলসী গাছ ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"বিদেশী শাসন আমি মানবো না—স্বাধীনতার সেপাই হবো আমি"।]

কীর্তিবাস ॥ তুলসী বেদীর তলের মাটি খানিকটা সরিয়ে ফেল···ফেলেছিস্ ?

রাম ॥ হ্যাঁ, দাদু।

কীর্তিবাস ॥ কিছু পেলি ?

রাম ॥ পেয়েছি দাহু !

[একটানে একটি খাপে ঢাকা "বেওনেট" বাহির করিয়া ফেলিল রাম। চট করিয়া খাপ হইতে বেওনেট বাহির করিয়া ঠাকুর্দার কাছে ছুটিয়া গেল।]

রাম ॥ ঠাকুর্দা, এই যে !

কীর্তিবাস ॥ বিশ্বাস করেছিস ?

রাম ॥ করেছি দাহু, করেছি।

কীর্তিবাস ॥ আজ আমার কাজ ফুরোলো দাহু ভাই—আজ আমার কাজ ফুরোলো। ওটা হ'ল গিয়ে তোর বংশের সম্মান—ও সম্মান তুই রাখবি চিরদিন চিরকাল। যেখানকার জিনিষ সেখানে রেখে দে। এবার আমায় শেষ ঘুম ঘুমুতে দে।

রাম তুলসী বেদীর তলে যথাস্থানে বেওনেটটি লুকাইয়া রাখিয়া ঠাকুর্দার কাছে আসিল।]

রাম ॥ ঠাকুর্দা ! ঠাকুর্দা !

কোন সাড়া না পাইয়া তাহার বুকের উপপ পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল]

রাম ॥ ঠাকুর্দা !

[দৃশ্য অন্ধকার হইয়া গেল।]

'অবতরণিকা' দৃশ্যটি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত, ১৮৫৭ শত বার্ষিকী জয়ন্তী উৎসবে 'মহাভারতী'র অভিনয়ে সংযোজিত হইয়াছে।
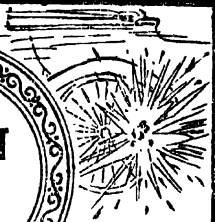
প্রথম
অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

(১৯০৫—১৯১১)

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগ। কার্য-উপলক্ষে মহাভারত মেদিনীপুর শহরে গিয়াছে। মহাভারতের স্ত্রী গঙ্গা তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছে।]

গঙ্গা॥ মা লক্ষ্মী, কৃপা করো, কাঞ্চন দিয়ে আমি কাঁচ নেবো না। ঘরের থাকতে আমি পরের নেবো না, শাঁখা থাকতে আমি চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না, মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ করবো, মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক্।

[গঙ্গা প্রণাম করিয়া বাতাসার থালা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেমেয়েরা কীর্তন গাহিতে লাগিল :]

ছেলেমেয়েরা॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥

[গঙ্গা হরির লুট দিল। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া হরির লুট লইল। জিনিসপত্র হাতে লইয়া মহাভারত ঘরে ফিরিল।

তাহার পশ্চাতে আসিল বাক্স-বিছানা বহিয়া একজন চাকর; সে উহা রাখিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ মেদিনীপুর থেকে সেই কোন্ সকালে রওনা হয়েছি! যাক্, হরির কৃপায় ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরেছি দেখছি।

[হাঁটু গাড়িয়া তুলসীমঞ্চমূলে প্রণাম করিল ছেলেমেয়েরা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, গঙ্গা হরির লুটের থালা লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়মেয়ে তুলসী, বয়স আঠারো বৎসর, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —]

তুলসী ॥ এত দেরি করলে কেন বাবা?

গঙ্গা ॥ শরীর ভালো তো?

[দ্বিতীয় পুত্র নিধিরাম, বয়স ষোল বৎসর, মহাভারতের হাত হইতে জিনিসপত্র লইতে গেল।]

নিধিরাম ॥ ঘোড়া কিনে এনেছ বাবা—ঘোড়া?

[ছোটছেলে বলরাম, বয়স চৌদ্দ বৎসর, সাগ্রহে কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

বলরাম ॥ আমার জুতো, আমার কোট?

গঙ্গা ॥ থাম্ সব। বাড়িতে পা দিতেই তাণ্ডব শুরু হয়েছে। কই, জিনিসগুলো আমাকে দাও। [ছেলেদের প্রতি] গোয়ালঘরে ধুনো দিয়ে সব পড়তে বসো গিয়ে। [তুলসীকে] ওঁর হাত-পা ধোবার গামছা-গাড়ু।

[গঙ্গা জিনিসগুলি নিজের হাতে লইল। ছেলেমেয়েরা চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ [ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করিয়া] এনেছি—সবার জন্যেই কিছু কিছু এনেছি। তোমাদের ধবলী-গোরুর গলার ঘণ্টা—তাও ভুলি নি। [গঙ্গাকে] ভালো ছিলে তো সব ?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, সব ভালোই ছিলাম। শ্রীধর-ঠাকুরপো কলকাতা থেকে আজ ফিরেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

মহাভারত ॥ রামের কোন খবর এনেছে ?

গঙ্গা ॥ কীজানি, আমি ওর পাগলামি সব সময়ে বুঝি না। কথা শুনে মনে হয় রামের অনেক খবরই জানে—কিছু ভাঙতে চায় না। রামের কথা আমি আর ভাবতে পারি না। পেটের ছেলে হয়ে এমন দাগা দেবে, কে জানতো ? এ কী, কোথায় চললে ?

মহাভারত ॥ শ্রীধরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

গঙ্গা ॥ না—না, এক্ষুনি কি যাবে ? শ্রীধর-ঠাকুরপো আবার আসবে বলে গেছে ; না আসে, খবর পাঠাবো। তুমি এসো—হাত-পা ধোবে, খাবে।

মহাভারত ॥ ও, হ্যাঁ, আসল কথাই যে তোমায় বলা হয় নি।

গঙ্গা ॥ কী ?

মহাভারত ॥ নারান আসছে যে !

গঙ্গা ॥ কোন্ নারান ?

মহাভারত ॥ দফাদার নারান।

গঙ্গা ॥ বল কী? হঠাৎ গরিবের বাড়িতে হাতির পা ?

মহাভারত ॥ পথে দেখা। বললে, কী একটা তদন্তে যাচ্ছে। ফেরবার পথে আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বলেছি। একটু জোগাড়যন্ত্র করো। তুলসীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা আজ পাকা করবো মনে করছি।

গঙ্গা ॥ ও আমাদের ঘরের মেয়ে বিয়ে করবে না। ওর চাল দেখে আমার গা জ্বলে যায়।

মহাভারত ॥ তা, দফাদার মানুষ, চাল তো একটু হবেই। প্রতাপটা তো কম নয়। দশটা গাঁয়ের চৌকিদারের মাথা। এ ছেলেকে জামাই করতে পারলে আমার প্রতাপটাই কি কম হবে গিন্নী! (হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল) যাও—যাও, তুলসীর জন্যে ময়ুরপংখী শাড়ি এনেছি, ওকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে রাখো।

শুধু মেয়েকে সাজালে হবে না—মেয়ের মাকেও সাজতে হবে। শাশুড়িও পছন্দ হওয়া চাই কিনা, তাই। হাঃ হাঃ! তা, তোমার জন্যেও এনেছি আমি—এই যে নীলাম্বরী।

গঙ্গা॥ ওমা! এ শাড়ি পরবার কি আমার বয়স আছে? আর এত পাতলা! ওমা, এটা যে বিলিতী!

মহাভারত॥ তা হোক—তবু তো মনের মতো হয়েছে।

গঙ্গা॥ না—না, বিলিতী শাড়ি আমি পরতে পারবো না।

মহাভারত॥ আরে, শহরে শুনে এলাম, ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লেগেছে। বিলিতী শাড়ি পরতে তবে আবার বাধা কী?

[তুলসীর প্রবেশ]

তুলসী॥ বাবা, কুয়োর পাড়ে তোমার হাত-পা ধোবার জল দিয়েছি।

মহাভারত॥ যাচ্ছি।

[মহাভারত হাত-পা ধুইতে চলিয়া গেল]

তুলসী॥ মা, বাবা আমার জন্য ময়ূরপংখী এনেছে?

গঙ্গা॥ কী জানি মা, কী এনেছে দেখো। নারান দফাদার আজ রাত্রে খাবে, চলো দেখি—কি রান্নাবান্না হবে।

[তুলসী কাগজের মোড়ক হইতে শাড়ি বাহির করিল]

তুলসী ॥ মা, এই তো আমার ময়ূরপংখী। ওঃ কী চমৎকার! আর এটা? ও, এটা নীলাম্বরী। তোমার জন্যে। কিন্তু, মা, তোমার এ শাড়িটা তো বিলিতী! বাবা বিলিতী কেন আনলেন? তুমি বিলিতী শাড়ি পরবে মা?

(অদূরে শ্রীধর ও তাহার দলবলের স্বদেশী গান শোনা গেল)

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

তুলসী ॥ (চাপা গলায়) মা, শ্রীধর কাকা! বিলিতী শাড়িটা দেখলে আর রক্ষে নেই। তুমি এসব নিয়ে ঘরে যাও, আমি কথা কইছি।

[গঙ্গা জিনিসপত্র লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। গাঁয়ের গায়েন শ্রীধর সদলবলে গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল]

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক
এক হউক, হে ভগবান।"

[গান শুনিয়া সেখানে বাড়ির সকলে সমবেত হইল। মহাভারতও। শ্রীধর সদলবলে কথকতার গান ধরিল]

"বণিক এলো বিদেশ থেকে,
মোদের দেশে বসলো জেঁকে,
ব্যবসা ছেড়ে শাসন গেড়ে
শোষণ করলো শুরু।"
দাঁও মেরে গদিখানা
(বাংলার গদিখানা)
করে লাটসাহেবিয়ানা।
গর্বে তারা আত্মহারা
ভুললো লঘুগুরু।
বণিক শাসন করলো সুরু—
এই বাংলার রক্ত শুষে
শাসন করলো শুরু ॥
এলো উনিশ-শ' পাঁচ সন,
এলো লাট লর্ড কার্জন,
স্পর্ধা এত—ইচ্ছামতো
করলো বাংলাকে দু'খানা!
অশ্বিনী-সুরেন্দ্র-বিপিন—
গর্জে উঠে সবাই সেদিন,

বললে হেঁকে সভা ডেকে,
বাংলা-ভাগ হবে না মানা।
এ বাংলা একই র'বে।
বাংলা-ভাগ হবে না মানা—
উঠলো ধ্বনি মেঘমন্দ্রে—
বন্দে মাতরম্—বন্দেমাতরম্
দেশময় জাগলো সাড়া বাংলা মায়ের জয়।
রবি ঠাকুরের দলও তখন
রাখীবন্ধনে করলো পণ—
এক বাংলা এক বাঙালী—
দুই কিছুতেই নয়—
বাঙালী উঠলো জেগে—
জয় বাংলার জয়!
বিলাতী বয়কট হোলো
দেশে সব দেশী চললো।
ভারত জুড়ে একই সুরে
হাঁকে 'বন্দে মাতরম্'।
বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে
বারীন-অরবিন্দ সনে
বিপ্লবীরাও যোগ দিল যে

নিয়ে বারুদ-বোম্।
ভারতে পড়লো সাড়া—
হাঁকে 'বন্দে মাতরম্'।
উনিশ-শ' এগারোর শেষে
পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে
দরবার ডেকে দিল্লী থেকে
বললে, বঙ্গ ভঙ্গ নয়।
সফল মোদের আন্দোলন
হেঁট-মুণ্ড লর্ড কার্জন।
কলকাতা থেকে দিল্লী নিল—
বাঙালীকে তার ভয়।
রাজধানী, ভাই, দিল্লী নিল!
—জয় বাংলার জয়!

মহাভারত॥ হ্যাঃ! রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী গেল—বাঙালীর ভয়ে! তোমার যেমন কথা!

শ্রীধর॥ হ্যাঁ, বাঙালীর ভয়ে। একশ' বার বলবো, বাঙালীর ভয়ে। এই মেদিনীপুরের ভয়ে—তাও বলবো। তুমি তোমার রামের খবর আমায় জিজ্ঞেস করো। করো কিনা? তবে আমার এই রামায়ণ শোনো—সব খবর পাবে।

[গান ধরিল]

শোনো—শোনো, ভাই, মেদিনীপুরের
অমর কাহিনী।
এই জেলাতেই প্রথম হোলো
শহীদ-বাহিনী।
অরবিন্দ গড়েছিল গোপন-সমিতি—
যে দুই গুপ্ত সমিতি—
অধীন দেশকে স্বাধীন করা
যার ছিল নীতি,
সেই সমিতির এক সমিতি
এই মেদিনীপুরে।
এই জেলারই হেম কানুনগো
এলো ফ্রান্স ঘুরে—
ফরাসী দেশ থেকে শিখে
বোমার কারিকুরি।
মুরারিপুকুরে করলো
বোমা তৈরির পুরী।
(ও ভাই) প্রথম বোমা নারায়ণগড়ে
সে তো মেদিনীপুরে—

এক বোমাতেই লাটসাহেবের
ট্রেনটি গেল উড়ে।
বোমা নিয়ে বেরলো যে
তরুণ-বাহিনী,
তাদের কথাই মেদিনীপুরের
অমর কাহিনী।
কিংসফোর্ড সাহেব বিপিন পালকে
পাঠিয়েছিল জেলে।
কিংসফোর্ডকে শেষ করবে
পণ করে দুই ছেলে—
(একজন মেদিনীপুরের ছেলে)
মজঃফরপুর জেলায় তাকে
বদলি করে দিলো।
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী
সেথায় পিছু নিলো
মরলো ক্ষুদিরামের ভুলে
দারুণ বোমা খেয়ে
একজন মিসেস কেনেডি, আর
কেনেডিরই মেয়ে।

প্রফুল্ল চাকী দিল ফাঁকি
নিজেকে মেরে হাসি',
পড়লো ধরা ক্ষুদিরাম বোস
গলায় নিল ফাঁসি।
(ও ভাই) কিশোর ছেলের এমন সাহস
কেউ তো ভাবি নি—
মেদিনীপুরের বুকে লিখলো
অমর কাহিনী।

মহাভারত॥ না—না, ভাই, এসব বড় গোলমেলে কথা। নারান সেদিন বলছিলো, পুলিস খবর পেয়েছে, তুমি এইসব বে-আইনী গান গাও। বলেছে, কোন্‌দিন তোমার হাতে দড়ি পড়বে। সেই নারান আজ আমার এখানে আসছে। তুমি ভাই, বাড়ি যাও। কাজ নেই আমার রামের খবরে।

গঙ্গা॥ আমি জানি, সে আর নেই!

শ্রীধর॥ আছে কি নেই, সে তোমরা বলতে দিচ্ছ কই?

মহাভারত॥ না—না, তোমাকে আর বলতে হবে না। ওসব বে-আইনী গান শুনে কি শেষে আমাদের হাতেই দড়ি পড়বে!

শ্রীধর ॥ তবে দাদা, শোন এবার—

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
এর চেয়ে নেই বড় তামাসা।"

মহাভারত ॥ শ্রীধর, তুমি যাবে কিনা বলো ?

শ্রীধর ॥ যাচ্ছি, দাদা, যাচ্ছি।

["বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, তার চেয়ে নেই বড় তামাসা···" গাহিতে গাহিতে সদলবলে চলিয়া গেল। অন্যান্য লোকজনও কর্তার রাগ লক্ষ্য করিয়া অদৃশ্য হইল।]

গঙ্গা ॥ (ক্রুদ্ধ মহাভারতের কাছে গিয়া) তুমি নিজে কলকাতায় গিয়ে রামের খবরটা নিয়ে আসতে পারো না ?

মহাভারত ॥ না, পারি না। আমার ভারি দায় পড়েছে ! ধরে নাও, ও ছেলে আমার মরে গেছে। বাড়ির বড়ছেলে, ক্ষেত-খামার করবে, আমার পাশে দাঁড়াবে। তা' না করে তিনি গেলেন কলকাতা শহরে চাকরি করতে! চাকরি কি-না—খানসামার চাকরি। যেদিন গেছে সেদিনই আমি জেনেছি, ও ছেলে আমি হারিয়েছি!

[একাকী শ্রীধরের প্রবেশ]

মহাভারত ॥ একী ! আবার !

শ্রীধর ॥ রামের খবর।

মহাভারত ॥ থাক্ !

গঙ্গা ॥ সত্যিই কি তার খবর কিছু জানো ঠাকুরপো ?

শ্রীধর ॥ জানি।

মহাভারত ॥ জান তো বলতে কী হচ্ছে ?

শ্রীধর ॥ বলতেই তো এসেছি।

মহাভারত ॥ কিন্তু, খবরদার, গানটান নয়।

শ্রীধর ॥ না, গানটান নয়, তাই তো দলবল সরিয়ে রেখে চুপি চুপি আমি এলাম, গোপনে বলবো বলে।

মহাভারত ॥ গোপনে ! গোপনে কেন ? সে চোর না ডাকাত !

গঙ্গা ॥ না—না, সে হয়তো, বেঁচে নেই······তাই।

শ্রীধর ॥ বেঁচে আছে—ডাকাতি করছে।

মহাভারত ॥ ডাকাতি করছে ! আমার ছেলে ? আমি বিশ্বাস করি না। বরং বলো, সে মরেছে।

শ্রীধর ॥ মরে নি বরং মারছে। দেশের শত্রু নিপাত করছে। বিদেশী ডাকাতদের তাড়াতে সে স্বদেশী ডাকাত হয়েছে।

মহাভারত ॥ আমি বিশ্বাস করি না। আমার ছেলে কী এক খবরের কাগজের আপিসে খানসামার

কাজ করতো। খানসামার কাজ ছোট কাজ,—তাই বলে ডাকাতির মতো ছোট কাজ সে করবে না।

শ্রীধর ॥ হ্যাঁ, "যুগান্তর'-আপিসে সে কাজ করতো। গোটা দেশকে জাগিয়েছে 'যুগান্তর'—তোমার রাম বাদ যাবে? ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে সে ক্ষেপে উঠেছে। মেদিনী-পুরেরই তো ছেলে!

গঙ্গা ॥ তবে কি রামেরও ফাঁসি হবে, ঠাকুরপো?

শ্রীধর ॥ ফাঁসির ভয় আছে বইকি বউঠান্। কিন্তু, সে ভয়কে ওরা জয় করেছে। তুমি মা, তোমাকে কেউ যদি বেঁধে রাখে—ছেলে কি তা, দাঁড়িয়ে দেখবে? তাতে কি তোমার মুখ উঁচু হবে, বউঠান্? আজ আমাদের সকলের মা, আমাদের দেশজননী দাসত্বশৃঙ্খলে বন্দিনী। সে বন্ধন মোচন করতে হ'লে শুধু আবেদন-নিবেদনে চলবে না। শুধু সুরেন বাঁড়ুজ্যের আন্দোলনে ভাঙা বাংলা জোড়া লাগে নি। ক্ষুদিরামের ওই বোমাটারও দরকার ছিল।

মহাভারত ॥ বোমা-বারুদ আমি বুঝি না—

শ্রীধর ॥ কিন্তু রাম সেটা ভালো করে বুঝেছে। 'যুগান্তর' আর 'অনুশীলন' দল বোমা-বারুদ দিয়েই বিদেশী শাসন উড়িয়ে দেবে। দেশের বিপ্লবী সন্তানরা মরীয়া

হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী শাসকদের কুকুরের মতো গুলি করে মেরে একে একে তারা সাবাড় করছে। কিন্তু শুধু-হাতে এ লড়াই চলে না। টাকা চাই। তাই ডাকাতি করে এই টাকাটা জোগাড় করতে হচ্ছে।

মহাভারত॥ হ্যাঁ, দেশের লোকের সর্বনাশ করে দেশোদ্ধার হচ্ছে!

শ্রীধর॥ লোক বুঝেই তারা ডাকাতি করছে মহাভারতদা। যাদের অনেক আছে, শুধু তাদেরই নিচ্ছে। একটা কথা ভুলো না মহাভারতদা মায়ের বন্ধন-মোচন করতে গিয়ে পাপ-পুণ্যের চুলচেরা বিচার চলে না। সবচেয়ে বড় কথা মাকে মুক্ত করা—পরাধীনতার অশুচি থেকে মুক্ত হওয়া। এ সাধনায়—এ তপস্থায় মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে। বরং গর্ব করো—সে দলে তোমাদের রামও আছে।

মহাভারত॥ তাই যদি হয়—আমি মনে করবো—ছেলে আমার মরে গেছে।

[ক্রোধে মহাভারত সেখান হইতে চলিয়া গেল]

গঙ্গা॥ আমি তা মনে করবো না ঠাকুরপো। ছেলে আমার বেঁচে থাক। তোমার অত কথা আমি বুঝি না, কিন্তু এইটুকু বুঝি, আমাকে যদি কেউ বেঁধে রাখে, সে

বাঁধন খুলে আমায় মুক্ত করতে আমার যে ছেলে প্রাণ দেবে—সেই আমার ছেলে, যে দেবে না, সে আমার ছেলে নয়।

শ্রীধর॥ রাম তোমার সেই ছেলে। সে বেঁচে আছে।

গঙ্গা॥ আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, আমি দেখেছি, মায়ের জন্যে ওর প্রাণ কাঁদে। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—ওর মুখের সেই গান আমি ভুলতে পারি না।

[শ্রীধরের গান]

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে, ভাই।
দীন-দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরের ভিক্ষা চাই।

আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

[রজনীকান্ত সেন]

[গানের মধ্যভাগে মহাভারত এবং শেষভাগে নারান দফাদার আসিয়া দাঁড়াইল।]

নারান॥ আবার তোমার পাগলামি শুরু হয়েছে শ্রীধর খুড়ো? এসব স্বদেশী গান গাওয়া বে-আইনি— জান তো?

শ্রীধর॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

[অট্টহাস্য করিয়া গান ধরিল।]

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মাকে ফেলে?"

[শ্রীধর গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

মহাভারত॥ এসো, বাবা নারান, এসো, বসো।

নারান॥ হুঁ, বসছি। কিন্তু, এদের নামে রিপোর্ট

করতে হবে।……আর, এরা আপনার বাড়িতেই বা আসে কেন ?

মহাভারত॥ পাগলে কী না বলে আর ছাগলে কী না খায়! ওদের কথা ধোরো না বাবাজি, ওদের কাজই হোলো বাড়ি বাড়ি ঘোরা আর ভিক্ষে করা। আমি হাঁকিয়েই দিয়েছি।

গঙ্গা॥ তা হ'লে তোমরা বসো, আমি আসছি।

নারান॥ (হঠাৎ গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া) ও, আপনি! আমি দেখিই নি!

[গঙ্গাকে প্রণাম করিল]

গঙ্গা॥ থাক বাবা, থাক। ভালো আছো তো ?

নারান॥ আর ভালো! দশ-দশটি গাঁয়ের চৌকিদারদের খপরদারি করে বেড়াতে হয় একা আমাকে। সব অপদার্থ! দু'জনের এবার ভাত মারবো ঠিক করেছি।

গঙ্গা॥ না বাবা, এ দিনে কারো ভাতটাত মেরো না। আচ্ছা বসো, আমি তোমাদের খাবার জোগাড় করি গে।

নারান॥ না না, আমি খাবোটাবো না—আমার তাড়া আছে। আসবার সময় খবর পেলাম, পুলিসের

বড়কর্তা কাল এ থানা দেখতে আসছেন। সেসব জোগাড়যন্ত্র আমাকেই করতে হবে কিনা।

মহাভারত॥ কিচ্ছু না খেয়ে গেলে চলবে কেন বাবাজি! আমি যে কত আশা করে…

নারান॥ আশা কি আমারই কম ছিল জ্যাঠামশাই? ভেবেছিলাম, খাবোদাবো—রাতটা এখানেই কাটাবো। কিন্তু, গেরো দেখুন!

মহাভারত॥ অন্তত একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে বইকি! (গঙ্গাকে) যাও, তুমি যাও, তুলসীকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

গঙ্গা॥ দিচ্ছি।

[গঙ্গা চলিয়া গেল]

মহাভারত॥ তা, বাবা, ভেবেছিলাম—তুলসীর সঙ্গে বিয়ের পাকা কথাটা আজই দেবে। বড় আশা করে আমরা অনেকদিন ধরে বসে আছি।

নারান॥ মুশকিল হয়েছে কী জানেন—বাবা মারা গেছেন—আমাকেও মেরে গেছেন! জোত-জমি কিছুই নেই। বিয়ের এসব খরচপত্তরই বা আসবে কোত্থেকে,

আর বিয়ে করেই বা চলবে কী করে? সে কথা ভেবেই আকুল হচ্ছি জ্যাঠামশাই।

মহাভারত॥ তোমার আবার অভাব! সরকারী চাকরি—তাও আবার পুলিশের চাকরি!

নারান॥ হ্যাঁ, দশটা গাঁ তাই ভাবছে বটে, কিন্তু—বললে বিশ্বাস করবেন না—স্বদেশীরা ঘুষটুষ দেয় না। দেখাদেখি চোর-চোট্টারাও না। তার ফলে ক্ষমাটমা সব ছেড়ে দিয়েছি। দোষ করেছেন কি গেছেন—সে আপনিই হোন আর…

মহাভারত॥ ওরে বাবা, তা তো বটেই, তা তো বটেই! যাক, ঘুষের জন্যে ভেবো না বাবাজি। মেয়েকে তো শুধু-হাতে দেবো না আমি। কিছু জোত-জমি যৌতুক দেবো বইকি।

নারান॥ বাস্—তা হলেই হোলো। মানে, আপনার মেয়ে কষ্ট না পেলেই হোলো।

মহাভারত॥ বাঁচালে বাবা নারান—তুমি আমাকে বাঁচালে। তোমার এই পাকা কথাটা পাবার জন্যে আমরা কতদিন থেকে বসে আছি। বেশ, দিনক্ষণ ঠিক করে তোমাকে জানাবো'খন।…আঃ, একটু জলখাবার আনতে কেন যে এরা এত দেরি করছে! এই যে—এনেছে।

[তুলসী জলখাবার আনিয়া নারানের সামনে রাখিল]
বাড়ি ফিরে আমি এখনো ঠাকুরঘরে যাই নি, আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসি।

[মহাভারত চলিয়া গেল। সরবতের গেলাস হাতে নিয়া নারান কহিল—]

নারান ॥ (তুলসীকে) কী, কথা কইছো না যে ?

তুলসী ॥ আপনাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

নারান ॥ কেন ?

তুলসী ॥ আপনার কাজ তো লোককে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া।

নারান ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ। এবার বাঁধবো তোমায়। বেঁধে নিয়ে জেলে পুরবো—(নিজের বুকে হাত দিয়া) এই জেলে।

তুলসী ॥ সে তো আজ ছ' বছর ধরেই শুনছি। সাধ্যি তো হয় নি।

নারান ॥ এবার হবে, তৈরি থেকো।

তুলসী ॥ সন্দেশটা খান। শুনলাম -আপনি এক্ষুনি নাকি চলে যাবেন ?

নারান ॥ হ্যাঁ। পুলিস-সাহেব আসবে যে !

তুলসী ॥ তিনি কি আপনার চেয়েও বড় ?

নারান ॥ হ্যাঁ—বড়—মানে, আমরা বড় বলে মানি তাই বড়। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। ওই তোমার বাবা আসছেন। কিন্তু শোনো, এতকাল শুধু লোককে বেঁধেছি, এবার নিজেই বাঁধা পড়বো—তোমার কাছে। (মহাভারতকে শুনাইয়া) আপনাদের বাড়ির মতো সরবত এ তল্লাটে আর কোথাও খাই নি। যেমন মিষ্টি —তেমনি ঠাণ্ডা।

[মহাভারত আসিল। তাহার পিছনে শহর হইতে সদ্য আনা জামা-কাপড় ও জুতা পরিয়া বলরাম ও নিধিরাম আসিয়া দাঁড়াইল। নারান মহাভারতকে প্রণাম করিল।]

তা হলে আজ চলি। হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি।

মহাভারত ॥ কী বাবাজি ?

নারান ॥ কাঁথির দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—আপনার বড় ছেলে রামের কোন খবর জানেন কিনা—মানে, কোথায় আছে—কী করছে, এইসব।

মহাভারত ॥ তার কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না বাবাজি। কলকাতা শহরে গিয়ে বুড়ো বাবা-মাকে সে একেবারে ভুলে গেছে। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে !

নারান ॥ হ্যাঁ, আমিও তাই বলেছি। (জনান্তিকে) শ্রীধরের ওপর একটু নজর রাখবেন। লোকটা পাগলের মতো থাকে বটে—কিন্তু পাগল নয়। আচ্ছা, চলি।

নিধিরাম ॥ দফাদার-সাহেব, আপনার ঘোড়াটা আমায় একদিন চড়তে দেবেন ?

বলরাম ॥ আমাকে দেবেন ?

নারান ॥ আমার ঘোড়ায় চড়তে হ'লে আরো বড় হ'তে হবে।

নিধিরাম ॥ আমিও তাই ভাবি। বড় হয়ে, আপনার মতো দফাদার হয়ে, লোকজনের কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো—

[মহাভারত ও নারান হাসিয়া উঠিল]

নারান ॥ তা বইকি—তা বইকি। (বলরামকে) আর, তুমি ?

বলরাম ॥ বড় হয়ে আমি তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো।

মহাভারত ॥ (বলরামকে চড় মারিল) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

বলরাম ॥ বাঃ, ওর বেলা দোষ নেই, আমার বেলা দোষ! (ক্রন্দন)

নারান॥ না না, ছেলেমানুষ, ওর কথা আপনি ধরেন কেন? (বলরামকে) আচ্ছা ভাই, বড় হও—তখন দেখা যাবে। আচ্ছা, আসি।

[নারান চলিয়া গেল। মহাভারত ও ছেলেরা তাহার পিছনে পিছনে গেল। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে। নেপথ্যে শৃগালের রব শোনা গেল। গ্রাম্য চৌকিদার হাঁক দিয়া গেল। এই অন্ধকারের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে প্রাঙ্গণে একটি ছায়ামূর্তির মত রাম আসিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ—শুধু ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ শোনা যাইতেছে। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "মা—মা!" সাড়া মিলিল না। তখন সে দরজায় করাঘাত করিল। ভিতর হইতে গঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল, "কে?"]

রাম॥ আমি মা—আমি রাম।

[গঙ্গা দরজা খুলিয়া সামনে রামকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।]

গঙ্গা॥ রাম! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! আয় বাবা, ঘরে আয়।

[রাম মাকে প্রণাম করিল। মহাভারত ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—]

মহাভারত॥ কে ওখানে?

গঙ্গা॥ (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) রাম এসেছে—আমার রাম!

রাম॥ চুপ! ভাইবোনেরা সব জেগে উঠবে! একটা আলো নিয়ে তুমি বাইরে এসো বাবা।

[মহাভারত লণ্ঠন লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

মহাভারত॥ রাম! বেঁচে আছিস বাবা!

[রাম মহাভারতকে প্রণাম করিল]

ঘরে আয়।

রাম॥ মা, বাবা, আমি লুকিয়ে এসেছি—লুকিয়ে চলে যাবো।

মহাভারত॥ লুকিয়ে এসেছিস! মানে?

রাম॥ লুকিয়েই রয়েছি যে। আজ ভোরে গাঁয়ে পৌঁছেছি। শ্রীধর কাকার বাড়িতে দিনটা লুকিয়ে কাটিয়েছি। রাতের অন্ধকারে এসেছি বাড়িতে, আবার রাতারাতিই ছুটতে হবে কলকাতায়।

গঙ্গা॥ বলিস কী! তবে ওদের সবাইকে ডাকি।

রাম॥ না, ভাইবোনদের ডেকো না—ওরা ছেলে-মানুষ—এ কথা তা হ'লে গোপন থাকবে না, তোমাদের

বিপদ হবে। চলো ওই উঠোনটায় বসি।

গঙ্গা॥ তোমরা বসো,আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

মহাভারত॥ আমার হুঁকো-কলকেটাও এনো।

[গঙ্গা চলিয়া গেল। মহাভারত ও রাম প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিল।]

লুকিয়ে এসেছ কেন ?

রাম॥ আমাদের সঙ্গে সরকারের লড়াই চলছে যে।

মহাভারত॥ (বিস্মিত হইয়া) লড়াই ! সরকারের সঙ্গে ? রাজার সঙ্গে ? তবে যে শ্রীধর বলে গেলো, সে কথা সত্যি ? তবে তুমিও স্বদেশী ডাকাত হয়েছ ?

রাম॥ বিদেশীর গোলামি দূর করতে হ'লে, ও ছাড়া আর কোনো পথ নেই বাবা।

মহাভারত॥ আমি অত-সব বুঝি না ; কিন্তু এইটুকু বুঝি—ডাকাতি করা পাপ।

রাম॥ তাই যদি হয় বাবা, তবে সবচেয়ে বড় পাপ করেছে ইংরেজ-সরকার। ডাকাতরা ডাকাতি করে চলে যায়, আর এরা আমাদের দেশে ডাকাতি করতে এসে ঘর জুড়ে বসেছে। যাবার কোনো মতলব নেই। শাসন গেড়ে মনের সুখে শোষণ করছে।

মহাভারত॥ বুঝি না—আমি অত-সব বুঝি না। বিলিতী জিনিস না কিনে স্বদেশী কিনতে বলছে—সেটা খানিকটা বুঝি। বাংলাদেশ দু'ভাগ করেছিল—তার জন্যে রাখীবন্ধন হোলো। বিলিতী জিনিস পোড়ানো হোলো—স্বদেশী জিনিস কেনার ধুম পড়ে গেল—তাও ভালো। কারো আপত্তি নেই। কিন্তু বোমা-বারুদের কারবারে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারবো না। এসব ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত-খামার নিয়ে থাকো—আমার পেছনে দাঁড়াও।

রাম॥ তার চেয়ে ববং মনে কবো—তোমাব এ ছেলে মবে গেছে।

মহাভারত॥ (উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আমি তাই মনে করবো রাম।

[গঙ্গা এক হাতে খাবার ও অন্য হাতে হুঁকো লইয়া আসিল]

রাম॥ এই যে মা, কী খাবার এনেছো দাও, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আঃ, কতকাল তোমার হাতের খাবার খাই নি।

[রাম দ্রুত খাইতে লাগিল ও মহাভারত নীরবে তামাক টানিতে লাগিল।]

গঙ্গা॥ হ্যাঁরে, তুই নাকি দেশের জন্যে ডাকাতি করছিস?

রাম ॥ হ্যাঁ মা।

গঙ্গা ॥ কাজটা কি ভালো হচ্ছে ? (মহাভারতের দিকে তাকাইয়া) তুমি কী বলো ?

মহাভারত ॥ আমার যা বলবার বলেছি।

রাম ॥ হ্যাঁ মা, দেশের কাজে জীবন দেবো—বাবার তাতে আপত্তি নেই।

গঙ্গা ॥ কিন্তু আমার আপত্তি আছে বাবা। দেশের কাজে হেলায় জীবন দেওয়ার চাইতে বেঁচে থেকে লড়াই করা অনেক বড়। যে বীর—সে মরে না, সে হারে না, সে বাঁচবার জন্যে লড়াই করে। সে হারিয়ে দেয়—হারে না। তুমি আমার সেই ছেলে রাম।

রাম ॥ তোমার কথা আমি মাথায় করে নিলাম মা।

গঙ্গা ॥ দেশের কী কাজ তুমি করছো আমি জানি না, তুমি বললেও হয়তো বুঝবো না। সত্যি কথা বলতে গেলে, দেশ কী তাও আমি জানি না। কিন্তু যে কাজই তুমি করো না কেন—আমার মুখ যেন কখনো হেঁট না হয় বাবা।……আর একটু পায়েস দিই ?

রাম ॥ না মা, থাক। আমাকে এখুনি ছুটতে হবে। রাতারাতি কাঁথি ছাড়তে হবে। অনেকদিন তোমাদের দেখি নি। শ্রীধর কাকার কাছে তোমাদের কথা শুনে

মন আনচান করে। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলাম—তোমাদের দেখতে—পায়ের ধুলো নিতে।

গঙ্গা॥ আর একটা দিন যদি থেকে যেতিস! লুকিয়েই থাকতিস—আমার মা-মঙ্গলচণ্ডীর ঘরে।

মহাভারত॥ না।

রাম॥ না মা, বাবা ঠিকই বলেছেন। গাঁয়ে নাকি নারান দফাদার এসেছে। জানাজানি হ'লেই বিপদ। যাক, এই রাখীগুলো আজ ক'বছর ধরে জমিয়ে রেখেছি।

[মায়ের হাতে রাখী বাঁধিতে বাঁধিতে]

প্রতি বছর তিরিশে আশ্বিন বাঙালীরা বাঙালীর হাতে রাখী বেঁধে বলে—'আমরা এক'। তোমার হাতে এই রাখী বাঁধছি—মনে হচ্ছে, তুমি-আমি এক। এক রক্ত, এক নাড়ী, এক আশা, এক কামনা—আমরা এক থাকবো,—আমাদের দেশ আমাদের—আর কারো নয়। ভাইবোনদের হাতে হাতে আমার হয়ে এই রাখীগুলো তুমি পরিয়ে দিয়ো মা। আসি।

গঙ্গা॥ যাবি!—এখুনি? এই ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে চলতে পারবি?

রাম॥ আমাকে যেতেই হবে মা।

গঙ্গা ॥ একটা লণ্ঠন দিই।

রাম ॥ না না, লণ্ঠন নয়, বরং দাও একটা দেশলাই। তোমরা দেশী দেশলাই পাচ্ছো ?

গঙ্গা ॥ আছে বাবা, আছে।

[গঙ্গা ত্বরিতপদে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মহাভারত ও রাম দু'জনেই নিস্তব্ধ। পরক্ষণেই দিয়াশলাই ও সদ্য আনা সেই বিলাতী শাড়ি লইয়া গঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইল।]

গঙ্গা ॥ এই নাও দেশলাই, আর এই শাড়িটাও নাও।

রাম ॥ শাড়ি দিয়ে আমি কী করবো মা ?

গঙ্গা ॥ অন্ধকারে যখন দিশেহারা হবে, তখন এই দেশলাই দিয়ে বিলাতী এই শাড়ীতে আগুন ধরিয়ে, সেই আলোতে পথ চ'লো, বাবা।

রাম ॥ মা, যে আলো তুমি আমার মনে জ্বেলে দিলে পথ তাতে কখনো হারাবো না। আগুনের চেয়েও বড় আলো তুমি আমায় দিয়েছ মা। তোমাদের পায়ে আমার প্রণাম রইলো। আসি।

[উভয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গার হাত হইতে শাড়ি ও দিয়াশলাই পড়িয়া গেল। সে ক্ষণকাল রামের পথের দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে তুলসীমঞ্চের সামনে আসিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল—]

গঙ্গা ॥ মা লক্ষ্মী, কৃপা করো। কাঞ্চন দিয়ে আমি কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে আমি পরের নেবো না। শাখা থাকতে আমি কাচের চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক।

[গঙ্গার এই প্রার্থনার সময় মহাভারত হুঁকা টানিতে টানিতে কী ভাবিয়া, হুঁকোটি রাখিয়া, দিয়াশলাই জ্বালিয়া শাড়িটাতে আগুন ধরাইয়া দিল। গঙ্গা তুলসীমঞ্চের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিয়াই দেখে, শাড়িটি পুড়িতেছে—মহাভারত সেই আগুনে টিকা ধরাইয়া হুঁকো টানিতেছে আর তাহা দেখিতেছে। গঙ্গা তুলসীমঞ্চের উদ্দেশে আবার প্রণাম করিল।

যবনিকা নামিল]

দ্বিতীয়
অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১৯২১)

[১৯২১ সালের এপ্রিল মাস। সকালবেলা। মহাভারত চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বসিয়া হুঁকো টানিতেছে। মেজছেলে নিধিরাম আসিয়া খবর দিল যে, নারান ও তুলসী আসিতেছে।]

নিধিরাম ॥ বাবা, দিদি এসেছে, জামাইবাবু এসেছে, ঘোড়ায় চড়ে নয়—গোরুর গাড়ীতে।

মহাভারত ॥ তোমার জামাইবাবু দফাদার বলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়, তাই বলে তোমার দিদিকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে আনবে? এক মেয়ের বাপ হয়েছ— এখনও তোমার ক্যাবলাপনা গেল না! জামাই-মেয়ে আসছে—যাও তোমার মাকে গিয়ে বল।

নিধিরাম ॥ তা বলছি। তুমি বাবা, এবার জামাই-বাবুকে একটু বোলো—না হোক, আমাকে একজন চৌকিদার করে দিক। আঃ, একবার চৌকিদার হ'তে পারলে, গাঁয়ের লোকদের আমি সব দেখে নিতাম!

মহাভারত ॥ চৌকিদার! তিন তঙ্কা বেতন! তাও আবার লোকে চৌকিদারী ট্যাক্সো দেবে না ঠিক করেছে! উনি চৌকিদার হবেন!

নিধিরাম ॥ হবোই হবো—দেখে নিও।

[সস্ত্রীক নারান দফাদারের প্রবেশ। উভয়েই মহাভারতকে প্রণাম করিল।]

মহাভারত ॥ এস মা—এস বাবা, এস।

নিধিরাম ॥ (চীৎকার করিয়া) মা! শিগ্‌গির এস, জামাইবাবু এসেছেন! (নারানকে) জামাইবাবু, পেন্নাম হই।

[ধুপ করিয়া নিধিরাম নারানের পায়ের ধুলা লইল। গঙ্গা ও নিধিরামের স্ত্রী লক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া আসিল তাহার পাঁচ বছরের মেয়ে জবা।]

মহাভারত ॥ (নারানকে) তোমরা ভাল আছ তো বাবা ?

নারান ॥ ভাল আছিও, আবার নেইও।

নিধিরাম ॥ জামাইবাবু, আপনার ঘোড়াটা কেমন আছে ? মরে যায় নি তো ?

নারান ॥ মরবে! মরবে কেন ?

নিধিরাম ॥ (দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া) গোরুর গাড়ীতে এলেন কিনা—তাই।

তুলসী ॥ (জবাকে দেখাইয়া) ওমা, নিধুর মেয়ে এরই মধ্যে এত বড় হয়েছে ? ওর নাম কী যেন রেখেছ মা ?

গঙ্গা ॥ ও আমাদের 'জবা'—মা-মঙ্গলচণ্ডীর পায়ের ফুল। আয় মা, ঘরে আয়।

[শুধু নারান ও মহাভারত রহিল, আর সকলে ভিতরে চলিয়া গেল।]

মহাভারত ॥ গাঁয়ে তো মস্ত গণ্ডগোল বাবাজি। সরকার থেকে ইউনিয়ন বোর্ড বসাচ্ছে। চৌকিদারী ট্যাক্সো হয়েছে দশগুণ। যে দুর্দিন পড়েছে, ভাত-কাপড় জোটানোই দায়—এতো ট্যাক্সো লোকে দেবে কী করে ?

নারান ॥ আপনিও কি দেবেন না ঠিক করেছেন ?

মহাভারত ॥ কেন দেব বলতে পার ? লাভটা কী আমাদের ?

নারান ॥ লোকেরা নিজেদের ইউনিয়নে নিজেরাই কর্তা হবে—পথঘাট করবে, ইস্কুল করবে, হাসপাতাল করবে—লাভ নয় ?

মহাভারত ॥ সে যা হবে জানি। চৌকিদার-দফাদারের বেতন দিতেই সব টাকা উড়ে যাবে।

নারান ॥ আপনি বুঝছেন না।

মহাভারত ॥ বেশ, আমি না হয় বুঝছি না, কিন্তু বীরেন শাসমলও কি বুঝছে না ? অতবড় বিলাতের

পাস করা উকিল, অতবড় জমিদার, অতবড় বি-এ এম-এ পাস, দেশের একটা মাথা—সেও বুঝছে না ?

নারান ॥ তিনিই তো গণ্ডগোল পাকিয়েছেন। বুঝছেন কই ?

মহাভারত ॥ বুঝছেন না ! তাঁর চেয়ে বুঝনেওয়ালা তুমি নও বাপু।

নারান ॥ বেশ, কিন্তু এই ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সো আদায়ের জন্যে অনেক বন্দুকধারী পুলিশ আমদানী হয়েছে—সে খবর রাখেন কি ?

মহাভারত ॥ খুব রাখি। থালা ঘটি বাটি গোরু বাছুর খাট বিছানা এত ক্রোক হয়েছে যে, জিনিসের একটা পাহাড় জমে উঠেছে।

নারান ॥ তা হলেই দেখুন, লোকের কী ক্ষতিটাই হ'ল।

মহাভারত ॥ কিন্তু তোমাদের লাভ কী হ'ল ? যেখানকার মাল সেখানেই পড়ে আছে। সরকার এসব মাল যখন নীলামে চড়াল, তখন গোটা কাঁথি মহকুমায় নীলাম ডাকবার জন্যে একজন লোকও এগিয়ে আসে নি। বোঝ ঠ্যালা।

নারান ॥ আমরা বুঝছি। এইবার আপনিও একটু

বুঝুন। এই ক্রোক-পরোয়ানাটা দেখুন। জামাই হয়ে শ্বশুরের সম্পত্তি ক্রোক করতে না হয়, তাই চৌকিদার সরিয়ে রেখে আমি আগেভাগেই এসেছিলাম। এখন শেষ কথাটা বলে দিন।

মহাভারত॥ শেষ কথাটা এখনও মুখে বলতে হবে? খালি পা দেখে বুঝছ না? বাড়িতে কোনদিন জুতো পরি নি ঠিক—কিন্তু একজোড়া খড়ম তো পায়ে থাকতো। সে খড়ম কই? ওই দেখ। (বারান্দায় ঝুলানো খড়মের দিকে নারানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল) ঝুলছে!

নারান॥ ব্যাপারটা কী, বুঝলাম না তো শ্বশুরমশাই!

মহাভারত॥ বারো বছর দফাদারি করছ, আজ বুঝছি এত দিনেও কেন জমাদারও হতে পারনি। বীরেন শাসমলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই পণ করেছে —এ মুলুকে যতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন সবাই খালিপায়ে থাকবে—এ কথাটা শোননি বুঝি?

নারান॥ ও, তবে আপনি সেই খালিপায়ের দলে! তা ভালই। দেখছি আপনি আমাকে দারোগা না করে ছাড়বেন না। শ্বশুরের সম্পত্তি ক্রোক করতে পারলে —জমাদার নয়—আমার দারোগা হওয়া কেউ রুখতে

পারবে না। বেশ, ক্রোক্ যখন করতেই হবে তখন চৌকিদার ডাকি।

মহাভারত॥ কী ক্রোক্ হবে?

নারান॥ ক্যাট্‌ল্—মানে গোরু-বাছুর।

মহাভারত॥ গোরু-বাছুর! (হাসিয়া) তা দিচ্ছি। কিন্তু খেতে বসে দুধ না পেলে যেন আবার রাগ কোরো না, বাবাজি। চল। কাউকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি না করে আমার সঙ্গে চুপটি করে এস দেখি।

নারান॥ চুপটি করে! কেন?

মহাভারত॥ গোরু ধরতে এসেছ—জানাজানি হ'লে তোমাকে, জামাই না বলে, কসাই বলবে যে সবাই! এস এস—গোয়ালবাড়ি এস।

[উভয়ে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু তখনই মহাভারত নারানকে একরূপ টানিয়াই লইয়া আসিল।]

নারান॥ এ কী! ব্যাপার কী!

মহাভারত॥ ওঃ, খুব বেঁচে গেছ বাবাজি! ইস্! অল্পের জন্যে ধরা পড়নি। ধরা পড়লে—(জিভ কামড়াইল)।

নারান॥ ধরা পড়লে! মানে?

মহাভারত॥ তোমার শাশুড়ী ঠাকরুন নিজে দুধ

পানাচ্ছেন তোমার জন্যে গোয়ালঘরে। বাঁটের শব্দ শুনেই আমি বুঝি কিনা! তাই দোর থেকেই তোমায় টেনে আনলাম।

নারান॥ কিন্তু—

মহাভারত॥ কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই। উনি চলে গেলেই তোমার গোয়ালঘরের পথ খোলসা। কিন্তু খবরদার—জানাজানি না হয়! ব্যাপারটা নিশ্চুপ সমাধা করবে। তা,' এ গাঁয়ে আর কোন্ বাড়িতে গোধন-হরণ হবে বাবাজি?

নারান॥ গোধন-হরণ মানে? আমি কী গোরুচুরি করতে এসেছি?

মহাভারত॥ এই—এই! হ'ল তো! সরকারী কাজে মাথা গরম! তবেই তুমি দারোগা হয়েছ! দিচ্ছি—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (উচ্চকণ্ঠে) আরে, ও নিধে! এই তুলসী! দিনদুপুরে তোরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি? শুকনো মুখে জামাই এখানে বসে আছে—দুধ-সরবত-টরবত নিয়ে আয়।

নারান॥ না না, এসব কী হচ্ছে! আমি কিছু খাবোটাবো না—ক্ষিদে নেই।

মহাভারত॥ আরে বাবা, চ্যাঁচামেচি না করলে

তোমার শাশুড়ী ঠাকরুনের ধ্যান ভাঙবে না। ওঁর দুধ পানানো, সে এক তপস্যা। তোমারই দেরী হবে। ক্ষিদে নেই কী হে! বয়সকালে যখন আমরা শ্বশুরবাড়ী যেতাম, মুখে সবাই বলতো জামাই,আর,মনে মনে বলতো—রাক্ষস।

[গঙ্গা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, পিছনে দাঁড়াইল তুলসী।]

গঙ্গা॥ এস বাবা, একটু দুধটুধ খাবে এস।

নারান॥ না, আমি কিছু খেতে-টেতে পারব না।

গঙ্গা॥ কেন?

নারান॥ না, আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না।

গঙ্গা॥ তবেই হয়েছে। এদিকে নিধে একটা খাসী কেটেছে, আবার এখন গিয়ে পুকুরে জাল ফেলেছে—

নারান॥ (চটিয়া গিয়া) এসব বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি খাবো না—খাবো না—আমি এখানে খাবো না—আমার কাজ আছে।

মহাভারত॥ হ্যাঁ, কাজ আছে। (নারানকে ইঙ্গিত) হ্যাঁ, এই সময় এস।

[নারান ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল]

মহাভারত॥ জামাই তোমার শিগ্‌গির দারোগা হবে। এটা দারোগাগিরির মেজাজ। অ্যাদ্দিন দেখো নি —এইবার দেখবে।

[তুলসী আগাইয়া আসিল]

হ্যাঁরে, তুলসী, তোর গায়ে হাতটাত তোলে না তো ?

তুলসী ॥ আমার গায়ে হাত তুলবে! আমি মহাভারত মাইতির মেয়ে না? যেদিন ওপরওলার কাছে লাঠিঝ্যাটা খায়—সেদিন ওর এমনি মেজাজ হয়। আজ এ গাঁয়ে কী সব ক্রোক্ করতে এসেছে, মেজাজ তাই তিরিক্ষি হয়েই আছে।

[নেপথ্যে শ্রীধরের গান শোনা গেল—
"এসেছে নতুন মানুষ"—ইত্যাদি।
গাহিতে গাহিতে সদলবলে শ্রীধরের প্রবেশ।]

শ্রীধর ॥ এই যে মহাভারতদা, এই যে বউঠান, এই যে তুলসীও রয়েছিস! (খাঁড়া হাতে নিধিরামের প্রবেশ) আরে নিধিরাম যে! না না, হাতে আর খাঁড়া ধোরনা। দেশে নতুন ভাবের নতুন জোয়ার এসেছে—কলকাতা থেকে—নাগপুর থেকে। আমি সেই জোয়ারে এই গাঁয়ে ভাসতে ভাসতে এসেছি।

[শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিল]

এসেছে নতুন মানুষ,
তোরা কি জানিস না রে ?
শুনিস নি কি ?

দেশেতে নতুন ভাবের
আনল জোয়ার—
সে গান্ধীজী !
শুনিস নি কি ?
উনিশ-শ'-উনিশ সালে
হ'ল রাউলাট-
আইন প্রচার।
লোককে রাখতে আটক
ধরে খেয়ালমত
না করে বিচার।
গান্ধী বলেন ডেকে,
বে-আইনি আইন
আমরা মানব না।
দেশময় প্রতিধ্বনি
উঠল হেঁকে,
মানবো না—মানবো না—
শুনিস নি কি ?
ডায়ার, ও-ডায়ার মিলে
জালিনওয়ালাবাগের
শুকনো ডাঙা—

নরনারী শিশু মেরে
গুলী করে করল তাদের
রক্তে রাঙা
(উনিশ-শ’-উনিশ সালে
করল রক্তে রাঙা) ।
ছড়িয়ে গেল দেশে
আর্তনাদ দিকে দিকে
সে হাহাকার ।
গর্জে উঠল সবে—
জালিনওয়ালাবাগের
চাই প্রতিকার,
(খিলাফতের অবিচারের
চাই প্রতিকার),
শুনিস নি কি ?
উনিশ-শ’-বিশ সালে রে
কংগ্রেসের অধিবেশন
নাগপুরেতে ।
গান্ধীজী বলেন হেঁকে,
নন্-কো-অপারেশন
চালিয়ে যেতে—

(অসহযোগ আন্দোলন
চালিয়ে যেতে)।
চিত্তরঞ্জন আর দিল সায়
লাজপৎ রায়
সে প্রস্তাবে।
সারা দেশ দিল সাড়া
অসহযোগ আন্দোলন
চালিয়ে যাবে।
(নন্-কো-অপারেশন চালিয়ে যাবে)
শুনিস নি কি ?
অহিংসার মন্ত্রবলে
বিপ্লবীরা হিংসা ভুলে
জুটলো পতাকাতলে
(কংগ্রেসের পতাকাতলে)
উকিল ছাড়ে ওকালতি,
গোলামখানা ছেড়ে এলো
ছাত্রদলে।
অছুতকে বুকে নিয়ে
গান্ধী বলেন, দেশের কাজে
কেউ অশুচি নয়।

কারাভয় তুচ্ছ করে
চরকা হাতে সবাই হাঁকে—
জয় গান্ধীর জয়।
শুনিস নি কি ?

মহাভারত॥ শুনছি—শুনছি—এসব কথা কিছুদিন ধরে শুনছি। গান্ধীর কথা লোকে খুব বলছে বটে। লোকটির যা হোক বুদ্ধি আছে। আমাদের রামবাবুরা সব লড়াই করছেন! ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! এঁর পথ দেখছি আলাদা পথ—সোজা পথ। তোমার চৌকিদার-দফাদার-দারোগা কে ? আমরা। তোমার সৈন্য-সামন্ত কে ? আমরা। তোমার উকিল-মোক্তার কে ? আমরা। তোমার চাকর-বাকর কে ? আমরাই সব। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গোলামখানায় পড়ছে, পাস করে গোলাম হচ্ছে। আমরা যদি সব সরে দাঁড়াই—হাত গুটিয়ে নিই—কোথায় দাঁড়াবে তুমি, বিদেশী ভাই ? তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখনি বিলেতের টিকিট কাটতে হবে না ? খুব বুদ্ধি বের করেছেন গান্ধীজী। বেঁচে থাকুন গান্ধীজী। উনি পারবেন, শ্রীধর, উনি পারবেন।

শ্রীধর॥ এই একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে—গান্ধীজী বলেছেন। তার জন্যে তিনি দেশবাসীর

কাছে চেয়েছেন কংগ্রেসের এক কোটি সভ্য, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা, আর চেয়েছেন—সবাই অস্পৃশ্যতা ছাড়—স্বদেশী ধর—চরকা চালাও।

"ভোমরায় গান গায় চরকায় শোন ভাই!
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বার করবার দরকার নাই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর
ঘর-ঘর ক্ষীরসর—আপনার নির্ভর।
পড়শীর কণ্ঠে জাগলো সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

[সত্যেন্দ্র দত্ত]

[গাহিতে গাহিতে শ্রীধরের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও ছত্রভঙ্গ হইল। রহিল শুধু গঙ্গা ও মহাভারত। নিধিরামকে শ্রীধরের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মহাভারত তাহাকে বাধা দিল।]

মহাভারত॥ এই, কোথায় যাচ্ছিস?

নিধিরাম॥ শ্রীধর কাকা গ্রামে ফিরে এসেছেন—জামাইবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি।

মহাভারত॥ গোয়েন্দা হয়েছ! গোয়েন্দা! দেশের

লোক যাচ্ছেন এক দিকে, ওঁরা যাচ্ছেন আর-এক দিকে। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! ওসব ছেড়ে ক্ষেত-খামারটা ধর দেখি। চাকরিতে পেট ভরবে না।

নিধিরাম ॥ ক্ষেত-খামার দেখতে বলছ—দেখছি। তাই বলে চাকরিতে পেট ভরবে না বোলো না। জামাই বাবুকে দিয়েই তো দেখছি। যেমন-তেমন চাকরি, ঘি-ভাত।

[নিধিরাম অন্দরে চলিয়া গেল]

মহাভারত ॥ ঘি-ভাত না বিষ!

গঙ্গা ॥ কিন্তু তুমিও একদিন ঘি-ভাতই ভাবতে। তাই না মেয়েকে দফাদারের হাতে দেবার জন্যে পাগল হয়েছিলে। শিখবে—ভালো-মন্দ ওরাও শিখবে। তবে, ঠেকে শিখবে—তুমি যেমন শিখেছ।

[পুঁথিপত্র হাতে লইয়া ছোটছেলে বলরাম ও একটি চরকা কাঁধে করিয়া বড়ছেলে রাম বাড়িতে ঢুকিল।]

মহাভারত ও গঙ্গা ॥ (বিস্ময়ে ও আনন্দে) তোরা!

রাম ॥ হ্যাঁ, আমরা। আমার কাজকর্ম, শ্রীমানের লেখাপড়া—সব সাঙ্গ হ'ল। (চরকা নামাইয়া রাখিল)

[বলরাম বইগুলি বারান্দায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

মহাভারত ॥ ব্যাপার কী? গান্ধীজীর হাওয়ায় উড়ে এলে বুঝি?

বলরাম ॥ হ্যাঁ বাবা, নন-কো-অপারেশন।

গঙ্গা ॥ সেটা আবার কি ?

বলরাম ॥ নন-কো-অপারেশন মানে—

মহাভারত ॥ লঙ্কাপ্রাশন। মানে—লঙ্কাদহন, মানে রাবণ-রাজ্য আর থাকবে না। (রামকে) কেমন—এই তো ?

রাম ॥ কথাটা মিথ্যে নয়।

মহাভারত ॥ এই লঙ্কাপ্রাশনে ইস্কুল-কলেজে সব খালি হচ্ছে শুনছি। বলরাম বাবাজী যেভাবে পুঁথিপত্র ছুঁড়ে ফেললেন, বুঝলাম, সেই হাওয়াতেই উনি উড়ে এসেছেন। (রামকে) কিন্তু তুমি তো বাবাজী জেলে ছিলে—আমরা তো খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলাম ; কিন্তু হঠাৎ জমার খাতায় কি করে ঢুকে পড়লে বল দেখি ?

রাম ॥ কিছুদিন আগে রাজার খুড়ো আমাদের দেশে 'দ্বৈ'এয়ার্কি শাসন' চালু করলেন, তারই কল্যাণে আমরা বেশির ভাগ বিপ্লবীই ছাড়া পেয়েছি। জেলের বাইরে এসে দেখলাম, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছে। ভারতের বিরাট জন-সমুদ্র যেন অকূলে কূল পেয়েছে। দেশের সবচেয়ে

বড় ব্যারিস্টার সি আর দাশ—মানে, চিত্তরঞ্জন দাশ—মাসিক রোজগার ছিল যাঁর মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা—

মহাভারত ॥ মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা, ওরে বাবা !

রাম ॥ তিনি ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিয়ে এই অসহযোগ আন্দোলনে নেতা হয়েছেন। তাঁর কথাতে বিপ্লবীরাও অনেকেই কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মহাভারত ॥ হিংসার পথ থেকে একেবারে অহিংসার পথে ? বলিহারি গান্ধীজী।

গঙ্গা ॥ মাছ-টাছ সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস্ নাকি !

রাম ॥ না মা, কিছুই ছাড়ি নি। তবে হ্যাঁ—বোমা-বন্দুকগুলো আপাততো শিকেয় তুলে রেখেছি। গ্রামে কাজ করব বলে চলে এলাম। কাঁথিতে এসে দেখি, শাসমল-সাহেবের জয়-জয়কার। ইউনিয়ন বোর্ড তো বয়কট হয়েছেই—তাঁরই নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনও কাঁথিতে জোর চলছে। ইস্কুল সব খালি হয়ে গেছে। দেখি, আমাদের শ্রীমান বলরামও অসহযোগী ছাত্রদের একজন ক্ষুদে নেতা ব'নে গেছে—জোর পিকেটিং চালাচ্ছে। শহরে আজ কর্মীর অভাব নেই। গ্রামে কাজ করব বলে ওকেও সঙ্গে এনেছি।

মহাভারত ॥ ভালই করেছ—ভালই করেছ।

কিন্তু সকাল থেকে এতসব বড় বড় কথা শুনে আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

[বলরাম ছুটিয়া গিয়া জবাকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। নিধিরামের স্ত্রী ভাসুরকে প্রণাম করিল। বস্তুত প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল। ছেলেরা মা-বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জামাতা নারান দফাদার আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার পশ্চাতে চারজন চৌকিদার।]

নারান ॥ এই যে রামদা যে, বলরাম আর আপনি একসঙ্গেই এলেন বুঝি ?

রাম ॥ হ্যাঁ, একসঙ্গেই এলাম। তুমিও এখন আমাদের সঙ্গে এস নারান। দফাদারী তো অনেক কাল হ'ল, লোকের কোমরে দড়ি বেঁধে বেঁধে হাতে তো কড়া পড়ে গেছে। এবার তুত্তোর বলে আমাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি দেশের কাজে।

নারান ॥ আজ্ঞে, যা করছি দেশের কাজই করছি। আপনারা ট্যাক্সো দিচ্ছেন, সেই ট্যাক্সোতেই না আমাদের বেতন হচ্ছে। ট্যাক্সো বন্ধ করুন—বেতন বন্ধ হোক—শ্বশুরবাড়ীতেই ঘর বাঁধব দাদা। (মহাভারতকে) আপনার গোরুগুলো আবার গোয়ালে তুলে দিয়ে এলাম।

[চালে ঝুলান খড়মজোড়া নামাইয়া মহাভারতের পায়ের কাছে রাখিল।]

নিন, এবার আপনি খড়ম পায়ে দিন, কাঁথির জয় হয়েছে —সরকার হেরে গেছে।

মহাভারত॥ মানে?

নারান॥ মেদিনীপুর থেকে সরকার এক দিনেই দু'শ'-পঁয়ত্রিশটা ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিয়েছেন আর ক্রোকী মালপত্র সব ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন। এই হুকুম নিয়ে ছোট দারোগা এখানে নিজে চলে এসেছেন।

[সকলে আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। খড়ম পায়ে দিয়া মহাভারত সোল্লাসে হাততালি দিতে দিতে খটাখট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। বলরাম ধ্বনি তুলিল—]

বলরাম॥ মহাত্মা গান্ধী কী জয়! বীরেন শাসমল কী জয়!

[সকলে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল]

নারান॥ একটা হুকুম শুনিয়েছি, কিন্তু আর একটা হুকুম আছে।

রাম॥ আবার কী হুকুম?

নারান॥ (পকেট হইতে একটি ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া) কাঁথির ইস্কুলে পিকেটিং করার অপরাধে বলরাম মাইতিকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা। এস বলরাম,

তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্যে কাঁথি থেকে ছোট দারোগা সাহেব নিজে এসেছেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এস।

গঙ্গা॥ দাঁড়াও।

[সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল]

(নারানকে) তুমি কি শুধু পুলিশ ? আমার জামাই নও ?

নারান॥ জামাই নই মানে ?

গঙ্গা॥ সে বিবেচনা তো তোমার দেখছি না, নারান। নইলে কী করে নিজ হাতে ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ ?

নারান॥ আজ্ঞে, আমি হুকুমের চাকর।

রাম॥ নির্লজ্জ !

নারান॥ না, লজ্জা কী! চাকরি করছি আপনাদেরই বোনের ঘি-ভাতের জন্যে।

তুলসী॥ মা, ওকে বলে দাও—ওর ভাত আমি আর খাব না।

বলরাম॥ (চিৎকার করিয়া উঠিল) মহাত্মা গান্ধী কী জয় !

নারান॥ (তুলসীকে) তোমার এই বাড় ক'দিন টেঁকে আমি দেখব।

গঙ্গা ॥ তুলসী, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও মা।

তুলসী ॥ না মা, আমি যাব না।

রাম ॥ তুলসী, তুই যা। তুই গেলে তবে হয়তো লোকটা আবার মানুষ হবে।

নারান ॥ মাপ করুন দাদা, আপনাদের তুলসী আপনাদের মঞ্চেই শোভা পাক। (চৌকিদারদের প্রতি) এই দেখছ কী, আসামী—

চৌকিদাররা ছুটিয়া আসিয়া বলরামকে বাঁধিয়া লইল। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' বলিয়া বলরাম নারান দফাদারের অনুবর্তী হইল। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' ধ্বনির মধ্যে মেয়েরাও তাহাদের অনুগমন করিল। গেল না শুধু মহাভারত। সে খড়মজোড়া বাঁধিয়া আবার চালে ঝুলাইয়া রাখিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।]

তৃতীয়
অঙ্ক
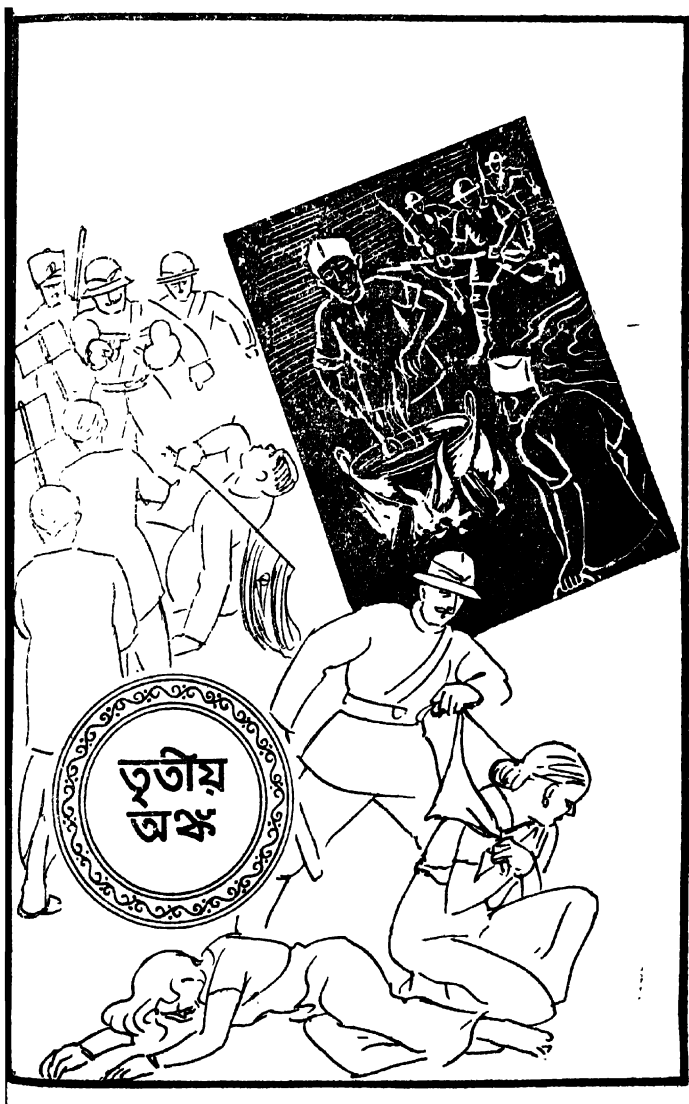
তৃতীয় অঙ্ক

(১৯৩০—১৯৩১)

[১৯৩১ সালের ১০ই মে সকালবেলা। মহাভারত মাইতির চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে গ্রামের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত। বলরাম কংগ্রেসের পতাকা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিয়াছে।]

আমরা পূর্ণ স্বাধীন হ'ব
মোদের জন্মগত অধিকার
নেবোই মোরা নেব—
(আদায় করে নেব)।
উনিশ-শ'-উনত্রিশ সালে
কংগ্রেস লাহোরে
স্থির করিল আন্দোলন
পূর্ণস্বরাজ-তরে।
ছাব্বিশে জানুয়ারী সেই
উনিশ-শ'-ত্রিশ সন,
কংগ্রেসের পতাকাতলে
সারা ভারতের পণ—
এল নতুন জাগরণ

[ভাঙব আইন দেব না ট্যাক্স—
করব সত্যাগ্রহ।
(আমাদের) দেশ-ঘেরা এই জলধিজল
রয়েছে নুনে ভরা,
দেবতার এই দানের উপর
চলবে না ট্যাক্স করা।
লর্ড আরুইন বড়লাটকে গান্ধী চিঠি দিয়ে
জানিয়ে দিলেন—লবণ আইন
ভাঙব দণ্ডী গিয়ে।
সবরবর্তী থেকে দণ্ডী
গেলেন সদলবলে।
আইন ভাঙেন নুন তৈরী
করে সাগরজলে।
(সারা) ভারত জুড়ে আবার এল
নুতন জাগরণ,]
লবণ-আইন ভেঙে মোরা
করব রে লবণ।
গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে
দিল কারাগারে,
তার পিছু যায় নরনারী সব
কাতারে কাতারে।

ও ভাই শোন—শোন
কারাগারেই জন্মেছিলেন
কংস-নিধনকারী—ও ভাই,
সেই কারাতেই দেখা পাব
(ভারতের) ভাগ্য-বিধাতারই।
চল কারাগার পূর্ণ করি,
জাগবে জ্যোতির্ময়।
কারার পানে এগিযে চলে,
এগিযে চলে রে,
গাহে গান্ধীজীর জয়।

[গান শেষ হইলে বলরাম জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল।]

বলরাম॥ পাঁচই মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে। দেশবাসী গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ভীত না হয়ে, মদের দোকানে আর বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে আর লবণ-আইন ভঙ্গ করতে কৃতসংকল্প হয়েছে।

সকলে॥ আমরাও হয়েছি।

বলরাম॥ কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করায়, কাঁথির খোলাখালি গ্রামে গত

ছ'ই মে পুলিশ মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার তুলনা নেই। জাতীয় পতাকা বহন করার অপরাধে মেয়েদের নগ্ন অঙ্গে তারা বেত মেরেছে।

সকলে ॥ ধিক্—ধিক্!

বলরাম। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশমত আজ আমাদেরও সংকল্প—বে-আইনি আইন আমরা মানব না।

সকলে ॥ মানব না।

বলরাম। সরকারকে কর দেব না।

সকলে ॥ দেব না।

বলরাম। লবণ-আইন ভাঙব।

সকলে ॥ আজই ভাঙব।

বলরাম ॥ মহাত্মা গান্ধী কী—

সকলে ॥ জয়।

[বলরাম ও অন্যান্য সকলে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম-প্রদক্ষিণে চলিয়া গেল। যবনিকা নামিয়া আসিল। আবার যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—রাম বারান্দায় বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে। নিধিরাম আসিয়া দাঁড়াইল।]

নিধিরাম ॥ দাদা, আমাদের বাড়ীতে রুগী দেখতে কবরেজমশাই আসবেন না।

রাম ॥ রুগী দেখতে আসবেন না আমাদের বাড়ীতে কবরেজমশাই? কেন? বাবার চিকিৎসা তো এতদিন তিনিই করেছেন, আজ আসবেন না কেন?

নিধিরাম ॥ আমি পুলিশে চাকরি নিয়েছি, দফাদার হয়েছি, এই অপরাধ। আমাকে যদি তোমরা তাড়িয়ে দাও, তবে কবরেজমশাই আসবেন এ বাড়ীতে—দয়া করে বললেন।

রাম ॥ তোমাকে তাড়িয়ে দিলে কি বাবা বেঁচে থাকবেন? চিকিৎসাটা তখন কার হবে শুনি?

নিধিরাম ॥ না দাদা, আমার জন্যে বাবার চিকিৎসা হবে না—মরণকালে পেটে এক বড়ি ওষুধ পড়বে না—এমন কুপুত্তুর আমি নই দাদা। আমি লক্ষ্মী আর জবাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বাবাকে বোলো যে, নিধিরাম বদলী হয়ে চলে গেছে। আজ বাবার অসুখ হয়েছে, কাল হয়তো তোমার অসুখ হবে। আমার জন্যে তোমাদের চিকিৎসা হবে না—এ চলবে না।

রাম ॥ তার চেয়ে বরং চাকরিটা ছেড়ে দে না নিধে।

নিধিরাম ॥ চাকরি! চাকরি আমি ছাড়তে পারব না—আমার এত সাধের চাকরি। ছোটবেলা থেকে আমার

সাধ ছিল দারোগা হব—ঘোড়ায় চড়ব। জামাইবাবুকে কত তেল-মালিশ করে তবে না তার সুপারিশে চাকরি পেয়েছি। মলেও এ চাকরি আমি ছাড়তে পারব না দাদা। আমরাই বরং বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি।

রাম॥ কিন্তু যাবিই বা কোথায়? কোথায় গিয়ে উঠবি? কে তোকে বাড়ীঘর দেবে? পুলিশকে এ মুল্লুকে কেউ ঠাঁই দেবে না।

নিধিরাম॥ তাও তো বটে! তবে কি হবে?

রাম॥ কী আর হবে? তুই তোর বাড়ীতে থাকবি।

নিধিরাম॥ আমাকে বাড়ীতে রাখলে তোমাকেও একঘরে করবে দাদা—ওই বলরামই করবে।

রাম॥ কেন? তুই পুলিশের চাকরি করে দেশের যত অহিত করবি—বলরাম আর আমি দেশের কাজ করে তার ততো প্রায়শ্চিত্ত করব; তবু তিনটি ভাই আমরা একসঙ্গেই থাকব—বাপ-মায়ের ভিটেতে এক-সঙ্গেই বাঁচব।

নিধিরাম॥ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি দাদা; কিন্তু এই বলরামটাকে বিশ্বাস নেই। ওটা সাপ, শয়তান, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব বে-আইনি কাজ

করছে। যাক, শহর থেকে আমি ডাক্তার এনে গাঁয়ের লোককে একবার দেখিয়ে দিই যে, আমারও ক্ষমতা আছে।

রাম॥ (হাসিয়া) তোমার ক্ষমতা আছে জানি। কিন্তু বাবার ওষুধের আর দরকার হবে না। জ্বর ছেড়ে গেছে। ভালই আছেন।

[ঘোমটা টানিয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ। তাহার হাতে এক গেলাস দুধ, সে ভাসুরের সামনে গেলাসটি রাখিল।]

রাম॥ বুঝলে ভায়া, তোমার আমি দাদা বটে, কিন্তু বউমা'র কাছে আমি এখন খোকা। সকালে এক গেলাস দুধ না খাইয়ে ছাড়বেন না। পুলিশের লাঠি খেয়ে খেয়ে আমার শরীরটা নাকি ভেঙে গেছে। কিন্তু বউমা, আমার ভায়াকেও রোজ এক গেলাস দুধ খাইয়ো—লাঠি চালাতে গেলে শরীরটা মজবুত রাখা চাই তো!

[রাম দুধ খাইয়া চলিয়া গেল]

নিধিরাম॥ (লক্ষ্মীকে) বলরামটা কোথায়?

লক্ষ্মী॥ কী জানি কোথায়? একেবারে বয়ে গেছে। রাতদিন শুধু দল পাকাচ্ছে আর হৈ হৈ করছে, ক্ষেত-খামার সব গেল। পারো না আচ্ছা করে ঠুকে দিতে?

নিধিরাম॥ হচ্ছে—হচ্ছে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

লক্ষ্মী॥ শুনলাম খোলাখালি গাঁয়ে মেয়েদের গায়ে তোমরা বেত মেরেছ; আর, এদের বেলায় তোমরা লাঠি চালাতে পার না?

নিধিরাম॥ (গুপ্ত সংবাদ দিবার ভঙ্গীতে) আজ লাঠিই চালাব। আজ বিকেলে ও যখন দল বেঁধে লবণ আইন ভাঙতে যাবে—

লক্ষ্মী॥ কি সর্বনাশ! তুমি একা আর ওরা এতটি—তোমাকে তো পিষে মেরে ফেলবে। আমাকে বিধবা না করে ছাড়বে না দেখছি।

নিধিরাম॥ দূর পাগলী! ঘটে এতটুকুও যদি বুদ্ধি থাকে। আমি একা যাব বুঝি! (খুব গোপনে) সদর থেকে বন্দুকধারী একদল পুলিশ নিয়ে জামাইবাবু আসছেন। তুলসী কোথায়?

লক্ষ্মী॥ বাবার কাছে। রাতদিন তিনি বাবাকে নিয়েই আছেন। বাপ-মা'র হাতের লাঠি। ধন্যি মেয়ে বাবা। এমনটি আর দেখি নি। সোয়ামীর ঘর না করে বাপ-মায়ের ভাতে পড়ে রইলি!

নিধিরাম॥ আর এমন স্বামী! থানার ছোট দারোগা! কী প্রতাপ! লক্ষ্মীছাড়ী তাকে চিনল না। ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে—দেখো'খন। যাক, বলরামটার

ওপর নজর রেখো, মানে, জানা দরকার বোমাটোমা ওরা আমদানি করেছে কিনা। আর শোন, জবাটাকেও একটু চোখে চোখে রেখো। বলরামের কাছে ঘেঁষতে দিও না। আর, পাড়াপড়শীদের সঙ্গেও মিশতে দিও না।

লক্ষ্মী॥ সে তোমাকে বলতে হবে না। যেটুকু মিশি—পেটের খবর বের করে নেবার জন্যেই মিশি।

নিধিরাম॥ (লক্ষ্মীর চিবুক নাড়িয়া) দফাদার থেকে যদি দারোগা হই—তোমার জন্যেই হব লক্ষ্মী। চলি।

লক্ষ্মী॥ এ অবেলায় আবার চললে? তোমাকে যদি একটুও আমি কাছে পাই!

নিধিরাম॥ পাবে পাবে—যখন দারোগা হব, তখন পাবে। সফরে যাব—তাও ঘোড়ায় তুলে পাশে বসিয়ে নিয়ে যাব-টগবগ-টগবগ-টগবগ।··· (জবাকে আসিতে দেখিয়া) যাই, গাঁটা ঘুরে একবার সব দেখে আসি।

[নিধিরাম চলিয়া গেল। জবার প্রবেশ।]

জবা॥ মা, বাবা এসেই আবার চলে গেলেন কেন? তোমাকে চুপি চুপি কী বলছিলেন?

লক্ষ্মী॥ বললেন, যে রকম ধিংগী হয়ে তুমি উঠেছ, তোমার বিয়ে না দিলে আর চলে না। একটি চৌকিদার পাত্র খুঁজছেন।

জবা ॥ ভাল হবে না মা, বলে রাখছি।

["কি হল—কি হল" বলিতে বলিতে বলরামের প্রবেশ।]

জবা ॥ দেখ্‌ছ কাকাবাবু, মা কি সব যা-তা বলছে!

লক্ষ্মী ॥ বাপ ওর জন্যে চৌকিদার পাত্র খুঁজছে—মেয়ের তাতে মন উঠছে না।

বলরাম ॥ এখন লাটসাহেব পাত্র হ'লেও ওর মনে ধরবে না। কিন্তু আমায় কি বলেছে জানো?—'দেশ আগে স্বাধীন হোক—তখন চৌকিদার-মুদ্দোফরাস যাকে বল বিয়ে করব।'

জবা ॥ যাও! (ছুটিয়া পলাইল)

বলরাম ॥ বউদি, শিগগির ভাতের ব্যবস্থা করো। আমি পাড়ায় বেরুচ্ছি, ফিরে এসেই ভাত চাইবো। জানো তো আজ বিকেলে…

লক্ষ্মী ॥ শোন ঠাকুরপো। (চারিদিকে সতর্কভাবে তাকাইয়া) সদর থেকে বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে তোমার জামাইবাবু আসছেন। আজ শুধু লাঠি চলবে না—গুলীও চলবে। তোমরা আজকের দিনটা অন্তত ক্ষান্ত দাও।

বলরাম ॥ বউদি, আজ বিকেলে আমরা লবণ-আইন ভাঙব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। সত্যাগ্রহী হয়েও সত্য-ভঙ্গ করতে বল বউদি ?

লক্ষ্মী ॥ অত আমি বুঝি না। এমন করে তোমায় আমি মরতে দিতে পারি না ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ (লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া) তবে তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকি, কি বল ?

লক্ষ্মী ॥ (আঁচল টানিয়া লইয়া) ছিঃ ঠাকুরপো, তা কেন ? মরতেই যদি হয়, লড়াই করে মর।

বলরাম ॥ লড়াই করেই মরব ; কিন্তু কাউকে মারব না। হিংসা আমাদের পথ নয়—তুমি তো জানো বউদি।

লক্ষ্মী ॥ জানি, কিন্তু মন মানে না। তোমাদের সাহস যে কত বড়, তাও বুঝি। ভেবে অবাক হই। গর্ব হয়। কিন্তু, তবু মন মানে না ঠাকুরপো। না—না, তুমি যাবে না।

বলরাম ॥ সে কি হয়! ছিঃ বউদি।

লক্ষ্মী ॥ সবাই যখন আমায় দফাদারের বউ বলে ঠাট্টা করে, তখন তা গায়ে মাখি না শুধু এই ভেবে যে, দফাদারের বউ বটে কিন্তু বলরামের বউদি আমি—সে আমি—আর কেউ নয়।

বলরাম ॥ তবেই দেখ—আজ যদি কাপুরুষের মত তোমার আঁচলের আড়ালে পালিয়ে থাকি, তবে কি আমায় ভালবাসবে বউদি ? না বউদি, তোমার প্রীতি, তোমার শ্রদ্ধা যাতে আমি পাই সে-পথে যেতে তুমি আমায় বাধা দিও না। তোমার ভালবাসার আসন থেকে আমায় দূরে ঠেলে দিও না বউদি।

লক্ষ্মী ॥ এস ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ লক্ষ্মীদেবী যদি তাঁর বাহন পেঁচাটির মত মুখ ভার করে বলেন, 'এস', তা হ'লে কি করে আমি আসি বল ?

লক্ষ্মী ॥ (হাসিয়া) গরম খিচুড়ি তুমি ভালবাস। চট করে হবে। তুমিও চট করে চলে এস।

বলরাম ॥ এই তো আমার বউদি !

[বলরাম ছুটিয়া চলিয়া গেল। অন্যদিক হইতে ছুটিয়া জবার প্রবেশ।]

জবা ॥ মা, ছোটকাকাবাবু কি বলে গেলেন ?

লক্ষ্মী ॥ বললেন—জবাকে তৈরী রেখো, দেশ স্বাধীন হ'তে আর দেরী নেই ; রাজরানী কি মেথরানী—একটা রানী ওকে হ'তেই হবে !

জবা ॥ যাও !

[লক্ষ্মী চলিয়া গেল। জবা চরকায় গিয়া বসিল।]

জবা ॥ (গান)

চরকা আমার সোয়ামী-পুত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি।

[নারান দারোগার প্রবেশ]

নারান ॥ এই মেয়ে, শোন।

জবা ॥ পিসেমশাই, আসুন।

নারান ॥ না, বসব না, খুব তাড়া আছে। শুধু তোমার পিসিমার সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাব। চুপিচুপি তাকে এখানে একটু ডেকে দাও দেখি।

[জবা চলিয়া গেল। গোরুর জন্য এক আঁটি খড় লইয়া বাড়ীর রাখাল শম্ভু গোয়ালঘরে যাইতেছিল।]

নারান ॥ কে, শম্ভু না?

শম্ভু ॥ আজ্ঞে কত্তা।

[নারানের পায়ের কাছে খড়ের আঁটি রাখিয়া তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া উঠিল।]

নারান ॥ কি রে, তোরা নাকি আজ সব নুন তৈরী করবি?

শম্ভু ॥ নুন? ও তো ভগবান তৈরী করেছেন কত্তা।

নারান ॥ আরে, তা তো করেছেন, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে তোরা নাকি আজ বে-আইনী নুন তৈরী করবি ?

শম্ভু ॥ কী বললেন কত্তা ? বে-আইনী নুন ? সেটা আবার কী ? নোন্‌তা নয় বুঝি ?

নারান ॥ তোর মাথা ! যা !

[শম্ভু চলিয়া গেল। তুলসী আসিয়া দাঁড়াইল]

তুলসী ॥ কি বলবে, বল।

নারান ॥ বসতেও বলতে নেই নাকি ?

তুলসী ॥ বসতে বলবার সাহস নেই।

নারান ॥ বেশ, বসব না, বসতে চাইও না। আর এও চাই না যে, তুমি এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও থাকো। তোমাকে যেতে হবে।

তুলসী ॥ কোথায় ?

নারান ॥ আমার সঙ্গে।

তুলসী ॥ তোমার সঙ্গে ! কোথায় ? থানায় ?

নারান ॥ আমার বাড়ীতে।

তুলসী ॥ আমি ভেবে দেখেছি, তোমার বাড়ী আমার বাড়ী নয়।

নারান ॥ নয় ? কেন নয় তুলসী ?

তুলসী ॥ যে বাড়ীতে আমার ভাইএর, আমার বোনের, আমার বাপের, আমার মায়ের, আমার দেশের, আমার জাতির শত্রু বাস করে, সে বাড়ী আমার নয়।

নারান ॥ আমি যে কী, আমি যে কে, এ-কথা তুমি জেনেশুনেই আমার ঘরে এসেছিলে তুলসী।

তুলসী ॥ সেদিন তুমি চেয়েছিলে শুধু আমাকে, আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমাকে,—আর যে কিছু চাইবার ছিল তা আমরা জানতাম না। আজ আমরা জেনেছি, আজ আমরা শিখেছি, দেশের স্বাধীনতার চাইতে বড় চাওয়া আর কিছুই নেই।

নারান ॥ স্বাধীনতা কে না চায় ? আমিও চাই। কিন্তু স্বাধীনতা চাওয়া মানে কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে স্বীকার না করা ? ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসা ?

তুলসী ॥ ঘর আমি ভাঙতে চাই নি।

নারান ॥ তুমি ভেঙেছ। স্বামীর ঘর ভেঙে এসে বাপের ঘর করছ। কিন্তু তোমার এ ঘরও আমি ভেঙে দিতে পারি। ভেঙে দিতেই এসেছি। সঙ্গে এসেছে বন্দুক নিয়ে আরো দশজন পুলিশ।

তুলসী ॥ আমাদের গুলী করে মারবে ?

নারান ॥ হুকুম আছে—আজ যারা এখানে বে-আইনী নুন তৈরী করবে, দরকার হ'লে তাদের গুলী করেও তা বন্ধ করব।

তুলসী ॥ অঁ্যা! বলরাম যে নুন তৈরী করবে আজ!

নারান ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! (বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল)

তুলসী ॥ না-না—সে কি! না-না—তুমি—তুমি—

নারান ॥ হ্যাঁ, আমি—আমিই গুলী চালাব। কেন চালাব না তুলসী? আমার ঘর তুমি ভেঙেছ, কোন ঘর আমি রাখব না।

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া]

তোমাকে যেদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়েছিলাম, সেদিন ভেবেছিলাম, ঘরে আমার লক্ষ্মী এল। সেই লক্ষ্মী যে এমন করে ছেড়ে যাবে তা তো কোনদিন ভাবি নি।

[তুলসী নীরব রহিল]

তোমার ঘরে তুমি ফিরে এস লক্ষ্মী! এই লক্ষ্মী-ছাড়াকে দয়া কর।

তুলসী ॥ তুমি অমন করে বোলো না। আমি আমি যাব। এখনি যাব—যদি আমায় নিয়ে, বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে, তুমি এখনি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাও।

নারান ॥ আমি রাজী। গিয়ে রিপোর্ট দেবো—আচ্ছা, সে যা দিতে হয় দেব। এস। এস তুমি।

তুলসী ॥ আসছি—আমি মা-বাবাকে প্রণাম করে আসছি।

[তুলসী ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। শম্ভুর প্রবেশ]

নারান ॥ এই শম্ভু, শোন্। এ বাড়ীর ছোটবাবু কোথায় রে ?

শম্ভু ॥ ওসব-খবর আমি রাখি না কত্তা। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন গোরু-বাছুরের খবর। আচ্ছা কত্তা, এক শালা বাছুর এক গোরুর দুধ চুরি করে খায়, ওই চোরের কী সাজা কত্তা ?

নারান ॥ তোর মুণ্ডু ! যা ভাগ্ !

[শম্ভু চলিয়া গেল। তুলসী আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে আসিল মহাভারত, গঙ্গা প্রভৃতি বাড়ীর অন্যান্য লোক। নারান শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিল।]

নারান ॥ (মহাভারতকে) আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার শরীর এখন কেমন আছে ?

মহাভারত ॥ জ্বরটা আজ ছেড়েছে। আর কি,

এখন গেলেই হয়—ঘরে-বাইরে অশান্তি, এ আর ভাল লাগে না।

গঙ্গা ॥ খাওয়া দাওয়া করে যাবে না বাবা ?

নারান ॥ না মা, সে অনুরোধ আর করবেন না। আচ্ছা, আসি। (তুলসীর প্রতি) এস।

[তুলসী অগ্রসর হইল]

গঙ্গা ॥ মেয়েটা কিছু মুখে দিয়ে গেল না! তুমিও না! এমন করে এসে এমন করে নিয়ে গেলে—মনে বড় ব্যথা পেলাম বাবা।

নারান ॥ এ ব্যথা কোন ব্যথা নয় মা-ঠাকরুন। আজ বিকেলে এখানে বে-আইনী মুন তৈরী করবে গ্রামের ছেলেরা। দরকার হ'লে গুলী চালিয়েও তা বন্ধ করার হুকুম ছিল আমার ওপর। মোটরগাড়ী করে একদল বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে আমি গুলী চালাতেই এসেছিলাম। তুলসী যদি আজ আমার সঙ্গে না যেত, তবে আজ আমি এ গ্রামে কাউকে রেহাই দিতাম না। তুলসী আজ গেল—তাই আজ আপনাদের বলরাম বেঁচে গেল। (তুলসীকে) এস—মিটিং হবার আগেই আমাদের মোটর ছাড়তে হবে।

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, হবে—এইবার তোমার প্রমোশন

হবে বাবা। শুনেছিলাম, তুলসী তোমার ঘর ছেড়ে আমাদের ঘরে এসে রয়েছে বলে সাহেবেরা রুষ্ট হয়ে আছেন। তুলসীকে কত বলেছি, 'যা'—শোনে নি। এবার ওর সুমতি হয়েছে। এস বাবা—এস মা!

[তুলসীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

তুলসী ॥ আমি যাব না।

নারান ॥ যাবে না?

তুলসী ॥ না। তোমার মতলব আমি বুঝেছি। আমাকে নিতে তুমি আসো নি—তুমি প্রমোশন নিতে এসেছ। তা হবে না। নিজের দেশের লোকের ওপর যে গুলী চালাতে আসতে পারে, সে অমানুষ। তার ঘর আমার ঘর নয়।

[মুখ ফিরাইয়া তুলসী অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। অন্যান্য সকলে হতবাক হইয়া রহিল।]

নারান ॥ বেশ, তবে আমার আর দোষ নেই। দেখা যাক কে যায়।

[এই বলিয়া নারান চলিয়া গেল। সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা নামিয়া আসিল—ক্ষণপরে আবার

উঠিল। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—উঠানের একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া মহাভারত হুঁকা টানিতেছে এবং শ্রীধর তাহাকে একটি সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতেছে।]

শ্রীধর ॥ "সরকার বিভিন্ন আর্ডিন্যান্স জারী করিয়া সত্যাগ্রহ-আন্দোলন থামাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি একে একে বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটিও বাদ যায় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ ছিল —বে-আইনী ঘোষিত হইলেও আন্দোলন যেন না থামে। বিভিন্ন স্থানে 'ডিক্টেটর' অর্থাৎ নির্দেশক নিযুক্ত করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে।" যেমন এখানে চালাচ্ছে তোমার বলরাম।

মহাভারত ॥ হুঁ।

শ্রীধর ॥ (আবার পড়িতে লাগিল) "এই পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে—এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশের গুলীতে একশত-তিনজন হত এবং চারিশতজন আহত হইয়াছে।"

মহাভারত ॥ আজ এখানেও তাই হচ্ছে। জানি না—কে থাকবে, কে যাবে।

শ্রীধর॥ (খবরের কাগজ পড়িতেলাগিল)“সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে ১৭৪ ধারা অমান্য করা দেশবাসীর একটি বিশেষ কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই—ভারতের প্রায় সর্বত্র ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এলাহাবাদে মতিলাল-গৃহিণী শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুর উপরেও লাঠি চার্জ করা হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আইন অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করায় পুলিশের লাঠিতে আহত হইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।”

মহাভারত॥ আচ্ছা!

শ্রীধর॥ “সত্যাগ্রহ আন্দোলন একদিকে যেমন প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে তেমনি, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, বিপ্লব-আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। বিপ্লবীরা গত ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিতে যাইয়া ঐতিহাসিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ব্যাপার জটিল বুঝিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবর্গকে মুক্তিদান করিয়া শান্তি-স্থাপনের

আলোচনা চালাইতেছেন। আইন-অমান্য ও দমননীতি কিন্তু এখনও পুরা দমে চলিয়াছে।”

[হঠাৎ বাহিরে একটি গুলীর আওয়াজ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।]

মহাভারত॥ ওই!…কে গেল! কে গেল শ্রীধর?

শ্রীধর॥ আমি গিয়ে দেখে আসব?

মহাভারত॥ না ভাই, তুমি থাক। তুমি কাগজ পড়।

[নেপথ্যে জবার চীৎকার—“দাদু, দাদু”। ছুটিয়া জবার প্রবেশ।]

জবা॥ দাদু! কাকুকে গুলী করেছে! কী ভীষণ রক্ত পড়ছে! তুমি এস দাদু, তুমি এস!

[‘মহাত্মা গান্ধী কী জয়’ ধ্বনি সহকারে আহত বলরামকে বহন করিয়া পাড়াপড়শীদের প্রবেশ। অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল গঙ্গা।]

মহাভারত॥ বলরামটা তবে গেল! শ্রীধর, দেখ তুমি—ওকে দেখ।

[শ্রীধর বলরামকে দেখিতে গেল। মহাভারত হুকা টানিতে লাগিল। নেপথ্যে পুনরায় গুলীর শব্দে সচকিতা গঙ্গা মুমূর্ষু বলরামকে ফেলিয়া মহাভারতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

গঙ্গা॥ ছেলেকে রেখে গেলাম—তুমি দেখো।

মহাভারত ॥ বেঁচে আছে ?

গঙ্গা ॥ বাঁচবে কিনা জানি না। কিন্তু, আমাকে যেতে হবে।

মহাভারত ॥ কোথায় ?

গঙ্গা ॥ যেখানে গুলী চলছে—ছেলেরা যেখানে প্রাণ দিচ্ছে—মা সেখানে ঘরে বসে থাকতে পারে না—পারবে না।

বলরাম ॥ মা, আমি যাব, তুমি দাঁড়াও—মহাত্মা গান্ধীকী—

[জোর করিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মৃত্যু। মহাভারত ছুটিয়া দেখিতে আসিল।]

মহাভারত ॥ বলরাম——বলরাম——বলরাম——
(আর্তনাদ)

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে যবনিকা নামিয়া আসিল এবং কিছু পরে যখন যবনিকা উঠিল, তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। দেখা গেল, মহাভারত একা বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। লক্ষ্মী এবং তুলসী বাহির হইতে নিঃশব্দে অবনত মুখে মহাভারতের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহাভারত ॥ তোরা কোত্থেকে এলি ?

তুলসী ॥ জেল থেকে বাবা।

মহাভারত ॥ ছেড়ে দিলে ?

তুলসী ॥ হ্যাঁ।

মহাভারত ॥ কিন্তু আমার আর-সব ?

[লক্ষ্মী ও তুলসীর মুখে কোন জবাব জোগাইল না]

তাদের ছাড়ে নি ?

লক্ষ্মী ॥ ছেড়েছে সবাইকে বাবা। বড়লাট-সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর এক চুক্তি হয়েছে—সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা সব তুলে নিচ্ছে। বাজেয়াপ্ত জমি সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা—সমুদ্রের ধারে যাদের বাস, তারা ইচ্ছামত লবণ তৈরী করতে পারবে—বিক্রি করতে পারবে। সরকার আমাদের এ অধিকার স্বীকার করেছে।

মহাভারত ॥ বুঝলাম তোরা জিতেছিস। কিন্তু আমার আর-সব কই ?

তুলসী ॥ দাদা ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু তিনি আর এ বাড়ীতে আসবেন না।

মহাভারত ॥ কেন ?

লক্ষ্মী ॥ (ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল) মা নিরুদ্দেশ।

মহাভারত ॥ হুঁ! নিরুদ্দেশ! তার মানে তোদের

মাকে হারিয়েছিস! কিন্তু······তবে আমাকেও এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হয়। বলরামকে আমি হারিয়েছি।

তুলসী॥ তুমি গেলে আমরা কার কাছে থাকব বাবা?

মহাভারত॥ তা বটে—তাও তো বটে। তুলসী, লক্ষ্মী, জবাকে ডাক তোরা। আমায় তুলে ধর, ধরে আমায় নিয়ে চল।

তুলসী॥ কোথায় বাবা?

মহাভারত॥ সমুদ্রের তীরে। তারা মরে গেছে—কিন্তু আমরা বেঁচে আছি। মৃত্যুমূল্যে যে অধিকার তারা আমাদের দিয়ে গেছে, সেই অধিকারে আমাদের সমুদ্রের জলে আমরা নুন তৈরী করব। সেই হবে তাদের শ্রাদ্ধ—সেই হবে তাদের তর্পণ। আমার খড়ম—আমার খড়ম?

[কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতে গেল। তুলসী ও লক্ষ্মী মহাভারতকে তুলিয়া ধরিল। ঝুলান খড়ম নামাইয়া আনিয়া তাহার পায়ের কাছে রাখিল। যবনিকা নামিয়া আসিল।]
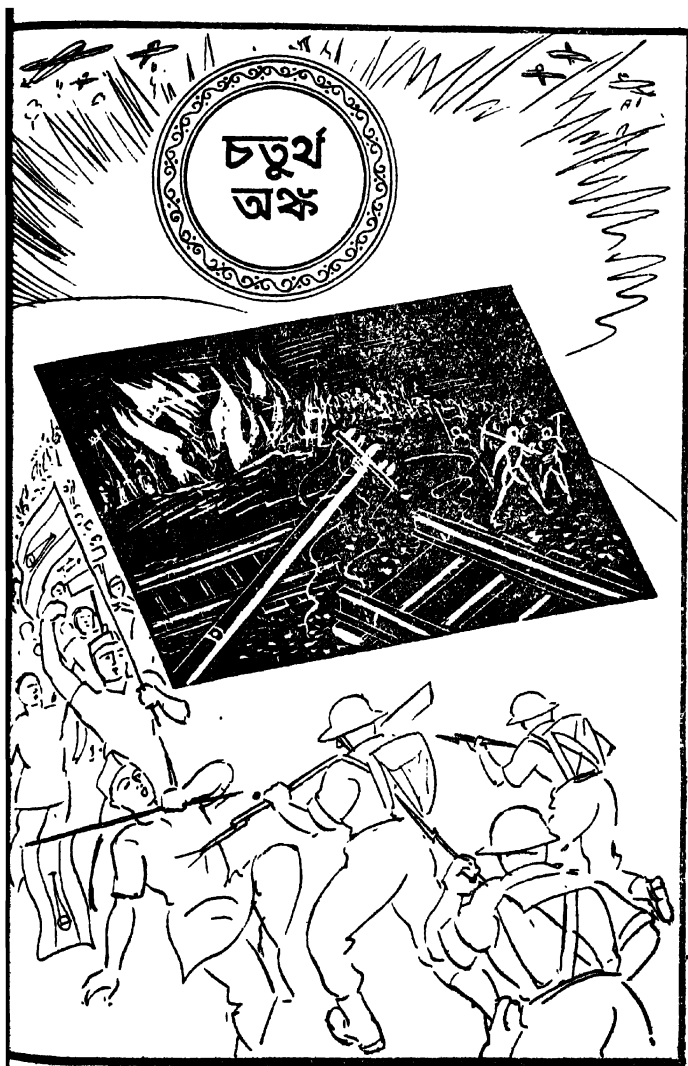
চতুর্থ
অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

(১৯৪২)

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। ১৯৪২ সন। যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—মহাভারত একা বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। দলবল সহ শ্রীধর আসিল।]

শ্রীধর॥ (দলবলের প্রতি) এস—এস, মহাভারতদা, নতুন গান বেঁধেছি, সবার আগে তোমায় শোনাতে এলাম।

মহাভারত॥ গাও ভাই।

[শ্রীধর সদলবলে কথকতা শুরু করিল]

শ্রীধর॥ ইংরেজ আর জার্মানে

বাধলো মহারণ,

বাধলো দ্বিতীয় মহারণ।

গান্ধীজী বলেন ডেকে,

"আমাদের ভারত থেকে

'না এক পাই, না এক ভাই'—

এই আমাদের পণ

এই আমাদের পণ।"

আবার শুরু হ'ল
আমাদের স্বাধীনতার লাড়ই
আবার শুরু হ'ল,
নতুন করে শুরু হ'ল।
গান্ধীজী বলেন তখন
বণিক তুমি যাও গো এখন
উনিশ-শ'-বিয়াল্লিশে,
কংগ্রেস বলল যে ভাই
তল্পি তোল
ও বণিকগণ, তল্পি তোল,
সমস্বরে শপথ করে
দেশের জনগণ
'করব না হয় মরব রে ভাই'
সমস্বরে শপথ করে
দেশের জনগণ।
করব পূরণ মন্ত্র সাধন
সমস্বরে শপথ করে
দেশের জনগণ।
আগস্টের আন্দোলনে
যত নেতা গান্ধী সনে

কারাবাস করল বরণ

দলে দলে মরণ-বরণ

কারাবাস করল বরণ ॥

সমস্বরে শপথ করে

দেশের জনগণ।

'করব না হয় মরব রে ভাই'

সমস্বরে শপথ করে

দেশের জনগণ

করব পূরণ মন্ত্র সাধন

সমস্বরে শপথ করে

দেশের জনগণ ॥

শ্রীধর ॥ (দলের প্রতি) যাও, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি দাদার কাছে গিয়ে একটু বসি।

[দলবল চলিয়া গেল]

গান আর আগের মত জমে না দাদা। বুড়ো হয়েছি, গলার জোর নেই, কথাও যেন আর বাঁধন ধরে না—ভগবানের কাছে কাঁদি, বলি—চারিদিকে এত অত্যাচার এত নির্যাতন চলছে, ইচ্ছে হয় গানে গানে আমিও আগুন জ্বালি।······এলেন—আবার সব এলেন।

[সদলবলে একজন পুলিশ ইনস্‌পেকটরের প্রবেশ। সঙ্গে নিধিরাম।]

পুলিশ ইনস্‌পেকটর ॥ দেখছি তুই বুড়ো। মহাভারত মাইতি কে ?

মহাভারত ॥ আমি।

ইনস্‌পেকটর ॥ ক' বিঘে জমি চাষ কর ?

মহাভারত ॥ পঞ্চাশ বিঘে।

ইনস্‌পেকটর ॥ বছরে ক'মণ ধান পাও ?

মহাভারত ॥ তা—আধিতে শ'-মণ পাই।

ইনস্‌পেকটর ॥ মিছে বোলো না।

মহাভারত ॥ কি ভয়ে মিছে বলব ?

ইনস্‌পেকটর ॥ হুঁ, এখনো বিষদাঁত ভাঙে নি দেখছি ! তোমার ক' ছেলে ?

মহাভারত ॥ দু' ছেলে। কিন্তু ভয় নেই সাহেব, তারা আর নেই। বড়ছেলে রাম—বত্রিশ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিরুদ্দেশ। ছোটছেলে বলরাম ওই বত্রিশ সালেই পুলিশের গুলী খেয়ে মারা গেছে।

নিধিরাম ॥ বাবা মিথ্যে বলছেন স্যার, আমিও ওঁর এক ছেলে।

ইনস্‌পেকটর ॥ (মহাভারতের প্রতি) কি হে ?

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, ছেলে ছিল। কিন্তু এখন আর আমার ছেলে নয়। বাড়ীঘর, জোতজমি, সব আলাদা করে দিয়েছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ (নিধিরামের প্রতি) কি হে ?

নিধিরাম ॥ তা দিয়েছেন—কিন্তু আমার মেয়েটাকে রেখেছেন নিজের দখলে।

ইনস্‌পেকটর ॥ (মহাভারতের প্রতি) কি হে ?

মহাভারত ॥ তা, ঘটনাটা কি, ওই জবাই বলুক।

ইনস্‌পেকটর ॥ কে জবা ?

[জবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল]

নিধিরাম ॥ আমার মেয়ে হুজুর।

ইনস্‌পেকটর ॥ (জবাকে) ওই বুড়ো তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছে ? বাবা-মায়ের কাছে যেতে দেয় না ?

জবা ॥ বাবাকে দেখবার জন্যে মা আছেন, কিন্তু দাদুকে দেখবার কেউ নেই—তাই আমি যাই না, দাদুর কাছে থাকি। হাঁড়িই শুধু আলাদা, নইলে এক বাড়ীতেই আছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ (মহাভারতকে) তোমার আর কেউ নেই ?

মহাভারত ॥ সবই তো ছিল। জামাই ছিল ছোট দারোগা। বত্রিশ সালে সে তার নিজের বউকে গ্রেপ্তার

করে। মেয়েটা আমার এমন আঘাত পেল যে, পাগল হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। সেই শোকে জামাইও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে—এখন শুনি বৃন্দাবনবাসী—

ইনস্‌পেকটর॥ ওহে নিধি, দেখো তুমি আবার তোমার পরিবারকে গ্রেপ্তার করে কাশীবাসী হয়ো না।

নিধিরাম॥ না হুজুর—আমার পরিবার নামেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী। স্বদেশীর ত্রিসীমানাতেও সে নেই হুজুর।

ইনস্‌পেকটর॥ বেশ! বেশ! (মহাভারতকে) তোমরা বোধহয় শুনেছ—জাপানীদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলেছে। জাপান যাতে আমাদের দেশ দখল না করতে পারে সেজন্যে আমাদের সব রকম চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সৈন্যদের রসদ জোগাতে হবে। তাই জোত-দারদের কাছ থেকে ধান কিনতে এসেছে সরকারের কনট্রাক্টররা। খোরাকির ধান রেখে, বাকী সব ধান তোমাকে দিতে হবে মহাভারত। লোক তো দেখছি মাত্র তোমরা দুটি। তা' পঁচিশ মণ রেখে বাকী পঁচাত্তর মণ দাও।

মহাভারত॥ গাঁয়ের বাইরে ধান চালান দিলে গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরবে। গাঁয়ের লোক তাই মিটিং করে ঠিক করেছে—ধান চালান দেওয়া হবে না।

ইনস্‌পেকটর ॥ সরকারের হুকুম—ধান দিতে হবে। লড়াইটা তো জিততে হবে।

মহাভারত ॥ না, এ লড়াই আমাদের লড়াই নয়। লড়াই বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ইংরেজ-সরকারের মুখের ওপর বলে দিয়েছে—'না এক পাই, না এক ভাই'।

[হঠাৎ বাইরে বিশাল জনতাধ্বনি শোনা গেল—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ইংরেজ ভারত ছাড়!"]

ইনস্‌পেকটর ॥ ওরা আবার কারা?

[ছোট দারোগা এবং কয়েকজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

ছোট দারোগা ॥ স্যার শিগগির আসুন। ধান দেয়নি বলে যাদের গ্রেপ্তার করেছিলাম—পাঁচশ' লোকের এক জনতা তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসে দেখুন গুলী না চালিয়ে আর উপায় নেই।

ইনস্‌পেকটর ॥ কথায় কথায় গুলী! ইডিয়ট! শুনছ না—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে?' মাথা ঠাণ্ডা করে এস।

[পুলিশের দল চলিয়া গেল। ওখানে জবার নেত্রীত্বে সকলে ধ্বনি তুলিল—]

জবা ॥ ইংরেজ—

সকলে ॥ ভারত ছাড়!

জবা ॥ করেঙ্গে ইয়ে—

সকলে ॥ মরেঙ্গে !

[জবা এবং অন্যান্য সকলে এই ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল—শুধু রহিল মহাভারত আর শ্রীধর ।]

মহাভারত ॥ পাঁচশ' লোক সাহস করে এগিয়ে গেছে বন্দুকের সামনে ! সত্যিই অবাক হই শ্রীধর । কে এদের নেতা ?

শ্রীধর ॥ নেতা নয় মহাভারতদা, নেতা-টেতা ছিল আমাদের যুগে । এখন নেতাকে বলে ডিক্টেটর। ডিক্টেটর এখানকার এখন আনন্দ ।

মহাভারত ॥ তা বলব—ছেলে তোমার মুখ রেখেছে । আমার বলরামটাও এমনি ছিল । তা যাবে—এক গুলীতেই যাবে ।

শ্রীধর ॥ বুড়ো হয়েছি ! দুঃখ এই যে, নিজে কিছুই করতে পারলাম না । তবু ছেলেমেয়েদের এই সাহস—এই দেশভক্তি দেখে একটা আকাঙ্ক্ষা আজ মনে জাগে মহাভারতদা—পরাধীন ভারতে জন্মেছিলাম কিন্তু স্বাধীন ভারতে যেন মরতে পারি ।

মহাভারত ॥ বাঁচতেই হবে । স্বাধীনতা না দেখে মরলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না শ্রীধর। চৌকিদারকে সেলাম করেছি ! দফাদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মান বাড়াতে চেয়েছি ! সাহেবসুবোর প্রসাদ পাবার

জন্যে পাগল হয়েছি !—এতদূর নীচে নেবে গিয়েছিলাম আমরা !

[হলধর জেলের প্রবেশ, তাহার হাতে একটি নোটিশ]

হলধর ॥ এই যে, শ্রীধর খুড়ো। এনার ছেলে নিধে দফাদার নুটিশ জারী করল—তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার নৌকো আশি মাইল দূরে সাগরদাড়ির ঘাটে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীধর ॥ তিন ঘণ্টায় আশি মাইল ! তোর নৌকোকে খুব খাতির করেছে রে হলধর।

মহাভারত ॥ তা করেছে। উড়োজাহাজ বানিয়ে ছেড়েছে। তা চলে যাও।

হলধর ॥ চলে যাও ! মগের মুল্লুক নাকি ! কেন যাব, বলতে পারো ?

শ্রীধর ॥ জাপানীরা আসছে যে ! কিন্তু এসে তারা যাতে একদানা ধান না পায়—তোমাদের ডিঙিনৌকো চড়ে মাছ ধরতে না পায়—একেবারে বেকুব ব'নে যায়—বুদ্ধিমান কর্তাদের তাই এ ব্যবস্থা। আজ দু'মাস ধরে কাঁথি, নন্দীগ্রাম আর ময়না থানায় এই নৌকানাশন যজ্ঞ চলছে। মানে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করছেন এঁরা—বুঝলে হলধর ?

হলধর ॥ যদি আমি নৌকো না সরাই ?

শ্রীধর ॥ ওরা জলে ডুবিয়ে দেবে।

হলধর ॥ তাই দিক ॥ ডুবুক—সব ভাল করেই ডুবুক !

[হলধর চলিয়া গেল। অদূরে 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়'—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—'ইংরেজ ভারত ছাড়' ধ্বনি শোনা গেল।]

শ্রীধর ॥ গুলীগোলার শব্দ যখন পাওয়া গেল না—মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা কোনমতে রক্ষা হ'ল।

মহাভারত ॥ কীই বা রক্ষা পাবে ? থাকবার মধ্যে রয়েছে আমার শিবরাত্রির সলতে জবাটা। বাপ-মা থেকেও মেয়েটা অনাথা, আমি আজ আছি কাল নেই। কেবলই ভাবি, মেয়েটাকে কে দেখবে—কে ওর ভার নেবে ! শ্রীধর, ভাই, আনন্দ যদি ওর চিরদিনের ভার নিতো—আমি নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারতাম।

শ্রীধর ॥ আরে, এ তো সত্যি সত্যি আনন্দের কথা মহাভারতদা।

[আনন্দ ও জবার প্রবেশ]

কি, সদর-পুলিশের দল চলে গেল ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, এখন গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে, বড় রকম কোন মতলব আছে।

জবা ॥ আনন্দদাকে ওরা রাখবে না। হয় গুলী করে মারবে—না হয় জেলে পুরবে। এ গ্রাম ওরা নিরানন্দ করবেই-করবে।

শ্রীধর ॥ থাক থাক, ওসব কথা থাক। মহাভারতদা, তুমি ওঠ দেখি। আজ যে দুর্গাপূজো—সে কথা সবাই ভুলে গেছ দেখছি। আরে আজ যে মহাষ্টমী।

মহাভারত ॥ পূজো আর কোথায় হচ্ছে যে মনে পড়বে! গাঁয়ে পূজো হচ্ছে কি?

শ্রীধর ॥ ঠাকুরবাড়ীতে কোনমতে একখানি পূজো হচ্ছে। তবু তো হচ্ছে। চল—প্রণাম করে আসি। বছরকার দিন—মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকতে নেই। এস—এস মাকে প্রণাম করে আসি—ছেলে-মেয়েদের জন্যে প্রার্থনা করে আসি—

রূপং দেহি—জয়ং দেহি
যশো দেহি—দ্বিষো জহি।

মহাভারত ॥ চল।

[শ্রীধর মহাভারতকে একরূপ জোর করিয়াই লইয়া চলিল]

আনন্দ ॥ সত্যিই তো—পূজোর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম!

জবা ॥ ভুলব কেন? পূজো এবার হচ্ছে ঘরে-ঘরে।

আনন্দ ॥ তা সত্যি। এতবড় পূজো আর কখন হয় নি। মাতৃভূমিকে বিদেশী-শাসন থেকে মুক্ত করে আমরা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করব।

[চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কতকগুলি কাগজপত্র জামার তলা হইতে বাহির করিল।]

এই দেখ—তার সব আয়োজনই আমরা করে ফেলেছি জবা।

জবা ॥ সর্বনাশ ! এসব কাগজপত্র তোমার কাছে ! বাবার কাছে হুকুম এসেছে এসব কাগজপত্র ধরতে—দরকার হ'লে খানাতল্লাসী করতে।

আনন্দ ॥ আজ রাত্রেই পাশের গাঁয়ে এসব কাগজ-পত্র সরাবো। কিন্তু বিপদ হয়েছে, চৌকিদার-দফাদারের কড়া নজরে পড়ে গেছি।...তা ভেব না, ছোটবেলা থেকে কত যাত্রা থিয়েটার করেছি—একবার দ্রৌপদী সেজেছিলাম, কেউ চিনতেই পারে না যে—সে আমি। সেই বিদ্যেটা আজ রাতের অন্ধকারে কাজে লাগাব। আমার বুকের ধন—তোমায় রাখতে দিচ্ছি জবা।

জবা ॥ আমারও বুকের ধন হয়েই থাকবে।

আনন্দ ॥ রাত বারোটায় আসব।

জবা ॥ এসো।

[আনন্দ চলিয়া গেল। অদূরে পূজার বলির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। জবা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল। আবার যবনিকা উঠিলে দেখা গেল— মহাভারতের বাড়ীর পূর্বোক্ত প্রাঙ্গণ। রাত্রির অন্ধকারে আলো মিলাইয়া যায় নাই। সশস্ত্র পুলিশ সহযোগে সদরের পূর্বোক্ত ইনস্‌পেকটর মহাভারতের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতেছেন। ইনস্‌পেকটর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে নিধিরাম দফাদার দাঁড়াইয়া আছে। দুইজন সশস্ত্র পুলিশ সহ একজন ছোট দারোগা মহাভারতের বৈঠকখানা হইতে কয়েকটি খাতাপত্র নিয়া বাহির হইলেন।]

ইনস্‌পেকটর ॥ পেলে না ?

ছোট দারোগা ॥ না।

ইনস্‌পেকটর ॥ এগুলো কি ?

ছোট দারোগা ॥ সব জমাখরচের খাতাপত্র।

নিধিরাম ॥ আমি বলছি স্যার, এ বাড়ীতেই আছে। দুপুররাতেও আমি তার গলার আওয়াজ শুনেছি। ফিস্‌ফিস করে ভলান্টিয়ারদের কি সব বলছিল। তারপর থেকে চৌকিদার দিয়ে আমি সারা রাত বাড়ীর চারিদিকে পাহারা রেখেছি। স্বচক্ষে দেখেছি বলেই না হুজুরের ক্যাম্পে খবর পাঠিয়েছি।

ইনস্‌পেকটর ॥ দেখা যাক।

[আরও দুইজন সশস্ত্র পুলিশ সহ আর-একজন ছোট দারোগা মহাভারতের ঘর হইতে আসিলেন। পশ্চাতে মহাভারত।]

ইনস্‌পেকটর ॥ পেলে না ?

ছোট দারোগা ॥ না স্যার, এ ঘরে তো নেই।

ইনস্‌পেকটর ॥ এই বুড়ো, আনন্দ মাইতি কোথায় লুকিয়ে আছে বল।

মহাভারত ॥ লুকিয়েই যদি থাকে—কাউকে বলে-কয়ে লুকোবার ছেলে সে নয়।

ইনস্‌পেকটর ॥ তোমার বিষদাঁত না ভেঙে আমি ছাড়ব না বুড়ো। (চপেটাঘাত করিলেন) তোমার সেই ধিঙ্গি নাতনীটা কোথায় ?

মহাভারত ॥ কোথায়—খুঁজে দেখ।

ইনস্‌পেকটর ॥ কোন্ ঘরে শোয় ?

নিধিরাম ॥ ওই পাশের ঘরে স্যার।

ইনস্‌পেকটর ॥ নবাবনন্দিনী কি এখনো ঘুমুচ্ছেন ? তোলো তাকে। নিশ্চয় ছোঁড়াটার খবর জানে।

[দুইজন পুলিশ জবার ঘরের দিকে গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন পুলিশ ইনস্‌পেকটর। সশঙ্কচিত্তে নিধিরাম তাঁহার অনুসরণ করিল। পুলিশ দরজায় লাথি মারিতে লাগিল। দরজা খুলিয়া দিল জবা। সদ্য-নিদ্রোত্থিতা জবার অসংযত বসন। দুইজন পুলিশ ঘরে ঢুকিতেছিল।]

ইনস্‌পেকটর ॥ দাঁড়াও, ওর বাবাকে সঙ্গে নাও। (নিধিরামকে) যাও।

[নিধিরাম সহ পুলিশ দুইজন ঘরে ঢুকিল]

জবা ॥ (ইনস্‌পেকটরকে) কি হয়েছে?

ইনস্‌পেকটর ॥ আনন্দ মাইতিকে চাই।

জবা ॥ আনন্দ মাইতি থাকবে কুমারী-মেয়ের ঘরে—রাত্রে?

[দুইজন পুলিশ সহ নিধিরাম বাহির হইয়া আসিল]

প্রথম পুলিশ ॥ না নেই। আর একটি মেয়ে ওর বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

নিধিরাম ॥ ও আমারই এক মেয়ে—মানে শালীর মেয়ে, টগর। কাল পূজো দেখতে এসেছে।

[পুলিশ ইনস্‌পেকটর রাগ করিয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে আসিল। শুধু জবা বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

ইনস্‌পেকটর ॥ অনর্থক শেষরাত্রে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে। ইডিয়ট! প্রমোশন! প্রমোশন! (মুখ ভ্যাংচাইয়া) 'প্রমোশন চাই, স্যার!' সারা জীবনেও তোমার দফাদারী ঘুচবে না। চল।

[ইনস্‌পেকটর সদলবলে চলিয়া গেলেন। নিধিরাম তাহাদের

পশ্চাদনুবর্তী হইল। কিন্তু খানিকদূর গিয়া পায়ে আর জোর পাইল না—টলিতে টলিতে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িল।]

মহাভারত॥ (জবার প্রতি) টগরটা কে? ওর কোন্ শালীর মেয়ে? কখন এলো?

জবা॥ তুমি থামো দাদু!

[নিধিরাম কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মহাভারতের কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—]

নিধিরাম॥ বাবা, চাকরি গেলে চাকরি পাব; কিন্তু জাত গেলে জাত ফিরে পাব না। এদের বিয়ে দিয়ে দাও।

মহাভারত॥ কাদের বিয়ে?

নিধিরাম॥ জবার সঙ্গে আনন্দের।

মহাভারত॥ কোথায় আনন্দ?

[পরচুলা খুলিতে খুলিতে ঘর হইতে আনন্দ বাহির হইয়া আসিল]

আনন্দ॥ এই যে দাদু। আর কোনো উপায় ছিল না। থিয়েটারী বুদ্ধিতেই আজ বেঁচে গেছি, রক্ষা পেয়েছে আমাদের যথাসর্বস্ব।

নিধিরাম॥ বিয়ে তোমাদের হোক। কিন্তু, তোমার বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারলো না জবা।

[নিধিরাম চলিয়া গেল]

মহাভারত॥ না পারলো! বাবার বাবা আশীর্বাদ করছে।

[জবা ও আনন্দ মহাভারতকে প্রণাম করিল]

নিশ্চিন্ত হলাম—আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। শুধু দুঃখ এই—আজ আমার বুড়ীটা নেই—বলরামটা নেই—রামও নেই। দুঃখ এই—এতবড় একটা শুভকাজে শাঁখ বাজবে না—উলু পড়বে না—পুরুত আসবে না—চারিদিকে পুলিশ ওত পেতে রয়েছে! তা, আজ আমি তোদের দু'হাত এক করে দিচ্ছি।

[মহাভারত দুইজনের হাত এক করিয়া দিল। যবনিকা নামিল। পরে যখন যবনিকা উঠিল, দেখা গেল—একটি লণ্ঠন বারান্দায় ঝুলিতেছে। তাহারই আলোতে স্বল্পালোকিত প্রাঙ্গণ। লণ্ঠনের ঠিক নীচে বারান্দায় একটি খাটিয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতেছে মহাভারত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। রাত্রির গভীরতা এবং এই আলোছায়া দৃশ্যটিকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। মহাভারত কলিকাতে ফুঁ দিয়া ভাল করিয়া আগুন ধরাইয়া লইতেছে। সেই আলোতে তাঁহার চোখমুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে লক্ষ্মী মহাভারতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার হাতে একটি টর্চ।]

লক্ষ্মী॥ বাবা!

মহাভারত॥ কে? লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ বাবা।

মহাভারত ॥ কি বউমা ?

লক্ষ্মী ॥ এত রাত্ত হয়ে গেল, তার ওপর আকাশে কী ভীষণ মেঘ করেছে—

মহাভারত ॥ হ্যাঁ, ঝড় উঠবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

লক্ষ্মী ॥ জবা তো এখনো ফিরল না—আনন্দও না।

মহাভারত ॥ ওরা পূজো দেখতে গিয়েছিল না ?

লক্ষ্মী ॥ না বাবা, ওরা আজ এক সর্বনাশের পূজোয় গেছে। একদল গেছে পথঘাট কেটে নষ্ট করতে—যাতে গাঁয়ে মিলিটারী ঢুকতে না পারে; আরেক দল গেছে ভরাকুলের ইউনিয়ন আপিস পোড়াতে।

মহাভারত ॥ জবার বাবা কোথায় ? দফাদার-সাহেব ?

লক্ষ্মী ॥ আজ নাকি এ গাঁয়ে মিলিটারী আসবে—তারই খবরদারি করতে সারাদিনই তো আজ বাড়ী নেই।

মহাভারত ॥ মিলিটারী তবে আসছে! আকাশে তাই এত দুর্যোগ! হুঁ! মন বলছে, মহাপূজোয় না-জানি কী মহাপ্রলয় হবে! তা, ভেবে কি করবে ? তুমি যাও

মা। গিয়ে শোও। তবে জেগে থেকো—সাবধানে থেকো। মিলিটারী আসছে!

লক্ষ্মী॥ আপনি আমার জন্য ভাববেন না বাবা। গাঁয়ের সব বউ-ঝিরা আমার ঘরেই আজ ঠাঁই নিয়েছে। আনন্দ আমাদের সবাইকে একখানা করে ছোরা দিয়ে গেছে।

মহাভারত॥ মিলিটারীর বন্দুকের কাছে ছোরাতে আর কি হবে মা?

লক্ষ্মী॥ না বাবা, মেয়েদের ওরা মেরে ফেলতে চায় না—চায় অসম্মান করতে। আনন্দ বলেছে—হাতে ছোরা নিয়ে দল বেঁধে থাকলে মেয়েদের কাছে ওরা এগোতে সাহস পায় না। তমলুকে মেয়েরা এখন এমনি করেই ইজ্জত রক্ষা করছে। আচ্ছা বাবা, আমি চলি। জবা ফিরে এলে তাকেও আজ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন!

মহাভারত॥ দেবো—যদি ফিরে আসে—দেবো। কিন্তু—কিন্তু মিলিটারী আসছে—সে কি আর ফিরতে পারবে!

[লক্ষ্মী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় অদূরে ক্রমাগত গুলীর শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইল।]

লক্ষ্মী ॥ (আতঙ্কিত কণ্ঠে) বাবা, মিলিটারী এসে পড়েছে।

মহাভারত ॥ চুপ! শিগগির চলে যাও ঘরে। কেউ কোন শব্দ কোরো না।

[লক্ষ্মী চলিয়া গেল। মেঘগর্জন হইতে লাগিল। ঝড়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। জবা পতাকা হাতে ছুটিয়া আসিল।]

জবা ॥ দাদু, মিলিটারী—মিলিটারী আমাকে তাড়া করেছে! এলো বলে! দাদু, সর্বনাশ হয়েছে—আনন্দ গুলী খেয়ে পড়ে গেছে!

মহাভারত ॥ কে? আনন্দ?

জবা ॥ হ্যাঁ দাদু—আনন্দ।

মহাভারত ॥ মরেছে?

* জবা ॥ বেঁচে আছে কি মারা গেছে জানি না। জীবনের চেয়ে তার পতাকা বড়। সেই পতাকা—পাছে ওরা পুড়িয়ে ফেলে তাই আমার হাতে তুলে দিয়েছে। পতাকা নিয়ে আমি ছুটে আসছি। মিলিটারী আমাকে তাড়া করেছে।

মহাভারত ॥ তুই তোর মা'র কাছে চলে যা—এখনি।

---

* গ্রন্থ শেষে 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

জবা॥ না, পাড়ার মেয়েরা সেখানে রয়েছে, আমার একার জন্যে তাদের আমি মরতে দেবো না—না—না—না। ওরা পশু, ওরা শয়তান—আমার সম্মান যাক কিন্তু পতাকার সম্মান রাখতেই হবে। (আর্তনাদ করিয়া) ঐ আসছে।

[জবা লণ্ঠনটি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েকটি ভারী বুটের পদশব্দ নিকটবর্তী হইল। বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল—মহাভারত মড়ার মত পড়িয়া আছে।]

[চার-পাঁচজন মিলিটারী ভিতরে ঢুকিয়া টর্চ ফেলিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে তাহাদের শিকার খুঁজিতে লাগিল। মহাভারতকে দেখিয়া লাথি মারিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। লাথি মারিয়া ঘরের দরজা জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু শিকার না পাইয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। এদিকে তখন সাইক্লোন শুরু হইয়াছে। মিলিটারীদের একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"Cyclone! Cyclone! Clear out! Hey, clear out!" মিলিটারীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

[ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। মনে হইল প্রলয় শুরু হইয়াছে। মহাভারত হামাগুড়ি দিয়া কিছুদূর যাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পড়িয়া গেল—আবার উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল—প্রাঙ্গণস্থিত পাতকুয়া হইতে সিক্তবসনা জবা পতাকা-হস্তে উঠিয়া আসিয়া মহাভারতের কাছে ছুটিয়া গেল

এবং প্রাণপণ চেষ্টাতে পতাকাটি মাটিতে পুঁতিয়া দুইজনে পতাকার দুই পার্শ্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মহাভারত আকাশের দিকে তাকাইয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল এবং প্রলয়কে আহ্বান করিতে লাগিল প্রাণপণে কণ্ঠস্বর তুলিয়া।]

মহাভারত॥ "আও! আও! আও!......হাঃ—হাঃ—হাঃ! ডুবিয়ে দাও—ভাসিয়ে দাও—ভেঙেচুরে খানখান কর! হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

[যবনিকা নামিল]
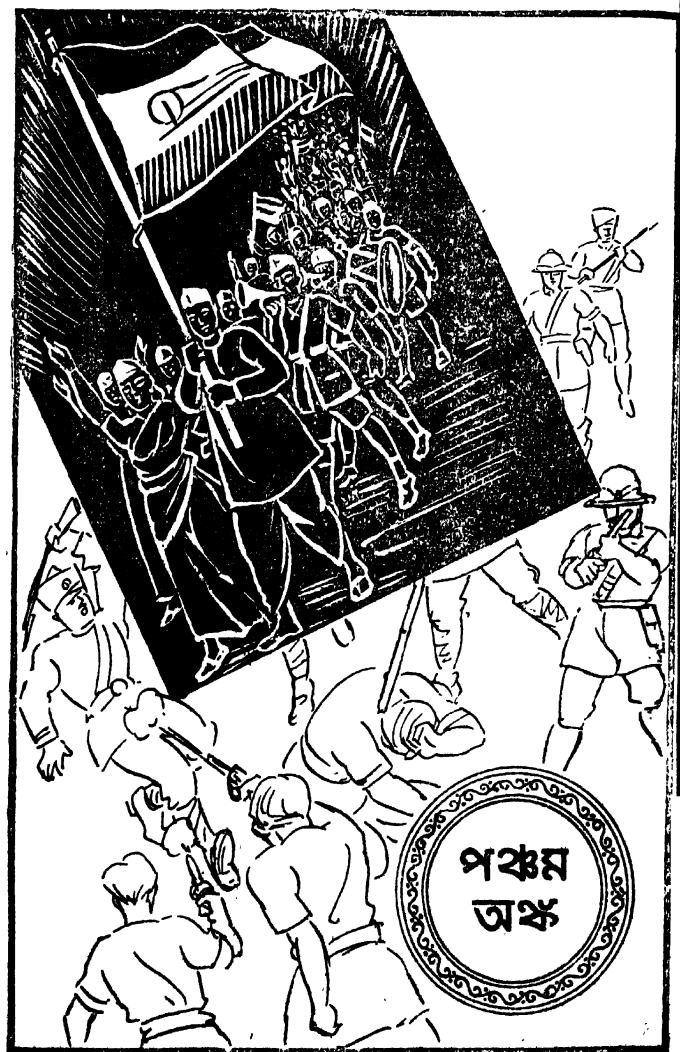
পঞ্চম
অঙ্ক

পঞ্চম অঙ্ক

(১৯৪৬)

[পূর্ববর্ণিত দৃশ্য। ১৯৪২ সাল, জুলাই মাঘ। মহাভারতের সেই গৃহপ্রাঙ্গণ। কিন্তু তাহা আজ চিনিবার উপায় নাই। পূর্ববর্ণিত সাইক্লোনের প্রকোপে ঘরগুলি পড়িয়া গিয়াছে। বন্যার প্রকোপও সুস্পষ্ট। অদূরে যে গাছগুলি দেখা যাইত আজ তাহা নাই। একটি বড় গাছও প্রাঙ্গণের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এতদিনে অবশ্য তাহার ডালপালা শুকাইয়া গিয়াছে। গত সাইক্লোনে কাঁথি মহকুমায় যে বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, এই দৃশ্যটি দেখিলেই তাহার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতির সেই তাণ্ডব যে প্রলয়-নৃত্য শুরু করিয়াছিল, আজ তাহা শান্ত হইলেও কাঁথিবাসীর জীবনে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।]

[খানকতক টিন দিয়া একটি ছাউনি বাঁধা হইয়াছে, তাহারই তলায় ঘর-সংসারের সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা স্থান পাইয়াছে। গোটাদুই খাটিয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে, তাহার একটিতে জরাজীর্ণ মহাভারত পড়িয়া আছে। জীবিত কি মৃত ভাল বোঝা যায় না। ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া রহিয়াছে বিধবা জবা এবং খানদুই মাদুরে গ্রামের একদল কর্মী বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের হাতে কিছু কাগজপত্রও আছে। গ্রামের বর্তমান কংগ্রেস-সম্পাদক রঞ্জন জানা একটি লিখিত আবেদন পড়িয়া শোনাইতেছে।]

রঞ্জন॥ "দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন—১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের নিদারুণ ঘূর্ণিবাত্যায় মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ৩৫ হাজার লোক মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয় এবং শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় অন্নাভাবে কষ্ট পায়। এদিকে জাপানের অগ্রগতিতে বৃটিশ-কর্তৃপক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সৈন্যদের রসদ জোগাইবার জন্য এবং জাপানীরা যদি আসিয়াই পড়ে—তাহাদের ভাতে মারিবার জন্য, লোকের সুখদুঃখের দিকে না তাকাইয়া শস্যপূর্ণ জেলাগুলি হইতে গভর্ণমেণ্ট উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য-ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এইসকল ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল পঞ্চাশের মন্বন্তর। প্রাচুর্যের মধ্যেও দেখা দেয় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর উপর যে দমননীতি চলিতেছিল—এত বিপর্যয়ে কিন্তু তাহা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

জবা॥ জার্মান-অধিকৃত দেশগুলোতে জার্মানদের অত্যাচারের কথা বৃটিশ-প্রভুরা তারস্বরে প্রচার করেছেন—কিন্তু মেদিনীপুরে তাঁরা নিজেরা যে অত্যাচার চালিয়েছেন, তা জার্মান-অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে।

রঞ্জন ॥ (পড়িতে লাগিল) "কোন সভ্যদেশে এ কথা শোনা যায় না যে—গোটা গ্রাম সৈন্যেরা ঘিরিয়া ফেলিয়া বাড়ীর পুরুষদের হয় গ্রেপ্তার করিয়াছে নতুবা গুলী করিয়া মারিয়াছে; তাহার 'পর মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে।"

সকলে ॥ বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !

বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !!

বৃটিশরাজ ধ্বংস হোক !!!

রঞ্জন ॥ (পড়িতে লাগিল) "এই জঘন্য অত্যাচারে জনসাধারণের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারাও নাশকতামূলক কার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার উত্তর দেয়। থানা চড়াও করিয়া তাহারা অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয় এবং থানার কর্মচারীদের আটক করে। সরকারী ও আধা-সরকারী ঘরগুলি পোড়াইতে থাকে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয় ও চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বহু থানার দারোগা এবং সিপাইশান্ত্রীকে তাহারা গ্রেপ্তার করিয়াছে। বহু সরকারী কর্মচারী কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। বৃটিশের শাসনযন্ত্র বিকল করিয়া পটাশপুরে, খেজুরীতে, রামগড়ে, ভগবানপুরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবাসী ভাইসব, জাতীয়

সরকারের পতাকাতলে সমবেত হও—জাতীয় সরকারকে দীর্ঘজীবী কর।”

সমবেত ধ্বনি॥ জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ!

জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ!!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!!!

[হঠাৎ অদূরে একটি বন্দুকের গুলীর শব্দ শোনা গেল। সকলে চমকিয়া উঠিল।]

জবা॥ তোমরা দেখ। রঞ্জন, তুমি থাকো।

[জবার আদেশ পাইয়া সকলে বাহিরের দিকে ছুটিল, জবার আদেশে রঞ্জন থামিল।]

জবা॥ আমি জানতাম রঞ্জন, সদর থেকে পুলিশ আজ এ গাঁ ঘেরাও করবে। তারা মরীয়া হয়ে এসেছে—কিন্তু আমাদেরও আজ মরীয়া হয়ে নেতাজীর সম্মান রক্ষা করতে হবে।

রঞ্জন॥ নেতাজীর সম্মান! আপনি কি বলছেন জবাদি?

জবা॥ রঞ্জন, ভেতরে যাও।

রঞ্জন॥ কেন?

জবা॥ কথার সময় নেই। গিয়ে দেখে এস—ওখানে কে রয়েছেন।

[রঞ্জন বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিয়া সবিস্ময়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিল।

রঞ্জন ॥ একটা অপরিচিত লোক অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি চিনতে পারলাম না—কে?

জবা ॥ ওকে ধরতেই সদর থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর এই শুভাগমন রঞ্জন।

রঞ্জন ॥ কিন্তু কে উনি?

জবা ॥ আমার জ্যাঠামশাই রাম মাইতি—মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র।

রঞ্জন ॥ তাঁর কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি তো বত্রিশ সালে নিরুদ্দেশ হন।

জবা ॥ হ্যাঁ, আজীবন বিপ্লবী ছিলেন জ্যাঠামশাই। লবণ-সত্যাগ্রহে ছোটভাই আর মাকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যান জাপানে—আবার বিপ্লবের পথে। টোকিওতে গিয়ে রাসবিহারী বসুর দলে যোগ দেন।

রঞ্জন ॥ এসব কথা তুমি জানতে?

জবা ॥ কি করে জানব? বাড়ীর সঙ্গে কোন যোগাযোগই উনি রাখেন নি। কাল রাত্রে বাড়ীতে

এসে আত্মপ্রকাশ করতে তবেই না জানতে পেরেছি—ভারতের বাইরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কী বিরাট আয়োজন হয়েছে!

রঞ্জন॥ সে না হয় পরে শুনব, কিন্তু পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে ওঁকে কি রক্ষা করতে হবে না, জবাদি? উনি কি ঘুমিয়েই থাকবেন? আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই এখন?

জবা॥ যারা গেছে তারা ফিরে আসুক। সব-কিছু না জানা পর্যন্ত ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিলে হয়তো ওঁকে বিপদের মুখেই ফেলে দেওয়া হবে। ওঁর শরীরের অবস্থা যা বুঝেছি, তাতে নড়বার শক্তি আর নেই। ঘুমটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

রঞ্জন॥ ঠিক বলেছ। এইবার বল ওঁর সব কাহিনী।

জবা॥ একচল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী জামিনে মুক্ত থাকা কালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে অকস্মাৎ উধাও হন।

রঞ্জন॥ জানি। জনরব শুনেছিলাম, জার্মানীতে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

জবা॥ বার্লিন থেকে তিনি চলে যান টোকিওতে—বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে।

তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসু প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহযোগিতায় 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠিত হয়। তার সর্বাধিনায়ক হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জ্যাঠামশাই এই আজাদ হিন্দ ফৌজের নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন। চট্টগ্রামের কাছে আরাকান অঞ্চলে, চুয়াল্লিশের পঁচিশে মার্চ 'দিল্লী চল' এই আওয়াজ তুলে আজাদ হিন্দ ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে। তারপর শুরু হয় 'ইম্ফল-অভিযান'। প্রথমে বৃটিশ হেরে যায়; কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাধ্য হয়ে পিছু হটে। এসব খবর আজাদ হিন্দ রেডিওতে প্রচার করেছিল—কিন্তু আমরা গ্রামে বসে তা' পাই নি।

রঙ্গন ॥ কিন্তু জ্যাঠামশাই এখানে এলেন কি করে? কোত্থেকে?

জবা ॥ নেতাজীর একটা গুপ্ত সামরিক সংবাদ বহন করে এক সাবমেরিনে এসেছেন নেতাজীর বিশ্বস্ত চারজন অনুচর। সেই সাবমেরিন আমাদের সমুদ্রের উপকূলে ভিড়েছে চারদিন আগে। সেই সাবমেরিনের একজন চালক আমার জ্যাঠামশাই।

রঞ্জন ॥ এখনো কেউ ধরা পড়ে নি ?

জবা ॥ কেউ কেউ ধরা পড়েছে। আজ জ্যাঠা-মশায়ের পালা। কিন্তু ওদের ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন রঞ্জন ?

রঞ্জন ॥ হয়তো পুলিশ-বাহিনী এদিকে না এসে অন্য দিকে চলে গেছে। ওরা তাদের পিছু নিয়েছে। জবাদি ...ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনছি !

জবা ॥ ঘোড়ার পায়ের শব্দ ! ঘোড়া ! তবে হয়তো সদ্য দারোগাগিরিতে প্রমোশন-প্রাপ্ত পিতৃদেব ! রঞ্জন, রিভলভারটা বাগিয়ে ঘরের ভেতর চলে যাও। জ্যাঠামশায়ের কাছেও অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে। আমি 'শুট্' না বললে তোমরা গুলী চালাবে না। যাও।

[রঞ্জন ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ নিকটতর হইতে লাগিল। জবা চট্ করিয়া মহাভারতের কাছে গিয়া বসিল এবং তাহাকে একখানি পাখা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। ক্ষণপরে ছোট দারোগা নিধিরামের প্রবেশ।]

নিধিরাম ॥ (চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া) বাবাকে দেখতে এলাম জবা। বাবার নাকি এখন-তখন ?

জবা ॥ রোজই জ্বর হচ্ছে কিনা—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

নিধিরাম ॥ চিকিৎসা কিছু হচ্ছে ?

জবা ॥ গাঁয়ের কবরেজ মশাই যা করছেন।

নিধিরাম ॥ তোমার গর্ভধারিণী বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, কাঁথিতে তোমাদের নিয়ে যেতে।

জবা ॥ ভিটে ছেড়ে উনি যাবেন না—ওঁর প্রতিজ্ঞা।

নিধিরাম ॥ তা হলে আর কোনো আশাই নেই, কি বলিস জবা ?

জবা ॥ কিন্তু ওঁর এখনো আশা আছে—উনি দেশের স্বাধীনতা দেখে তবে মরবেন।

নিধিরাম ॥ ভালো—ভালো! স্বাধীনতার পথে তোরা তো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিস! গাঁয়ে গাঁয়ে সব জাতীয় সরকার হয়েছে! তোরা তো আমাদের আর মানতেই চাস না! তা তোরা মানিস আর না মানিস—আমরা আছি আর থাকবোও। জার্মানীর নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছি, এবার জাপানের পালা।

জবা ॥ চেঁচিও না বাবা, যদি বাপের নাভিশ্বাস না দেখতে চাও।

নিধিরাম ॥ ও, তাও তো বটে। যাক্, ডেকে আর বিরক্ত করলাম না। বলিস আমি এসেছিলাম—প্রণাম জানিয়ে গেছি। হাজার হ'লেও—বাপ তো।

জবা॥ কিন্তু বাপের শেষ কাজটা করতে পারবে তো? আমার একলার ওপর ও ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না বাবা। উনি আবার একটা উইল করে রেখেছেন।

নিধিরাম॥ উইল!

জবা॥ হ্যাঁ, উইল।

নিধিরাম॥ ওঁর আবার কিছু আছে নাকি?

জবা॥ নেই? আর কিছু না থাক, একটা দেমাক তো আছে—যে দেমাক ছিল আমাদের বীরেন শাসমলের। বীরেন শাসমলের মত দাদুও উইল করেছেন—জীবনে যে-মাথা কারও কাছে নোয়ান নি—শ্মশানেও সে মাথা যেন খাড়া রেখে তাঁকে দাহ করা হয়।

নিধিরাম॥ এটা উইল করেছেন?

জবা॥ হ্যাঁ বাবা।

নিধিরাম॥ (হেসে উঠে) ও বাবা। তা বেশ, তাই হবে। দেখ্, টাকা-পয়সা তোদের আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি—যদি কাউকে তোরা না বলিস।

জবা॥ না বাবা, জানাজানি হলে তোমার প্রমোশন বন্ধ হবে। থাক।

[একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। ঘরে রাম ঘুমাইতেছিল কিন্তু তাহার নাসিকাগর্জন হঠাৎ এত প্রবল হইয়া উঠিবে তাহা কেহ আশঙ্কা করে নাই। নিধিরামের কান খাড়া হইল, চোখও ঘরের দিকে ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হইল; কিন্তু সদ্য প্রমোশনপ্রাপ্ত এই দারোগা তাহার ভাবাবেগ দমন করিতে সক্ষম হইল বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, সে শুনিয়াছিল—যাহার খোঁজে সে আসিয়াছে তাহার কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে।]

নিধিরাম॥ হ্যাঁ, তোর বুদ্ধি আছে বলতে হবে। হ্যাঁ রে, এ গাঁয়ে কোন নতুন লোক দেখেছিস আজকাল ?

জবা॥ নতুন লোক ? না।

নিধিরাম॥ বাপের কাছে মিথ্যে বলতে নেই জবা। তোদের গাঁয়ের কোন লোকের কথা তো জিজ্ঞেস করছি না। বিদেশী কোন লোক এসেছে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি। তা বলতে বাধা কি ? বিদেশী লোক—যার সঙ্গে তোদের কোনো সম্বন্ধ নেই—এমন কোনো লোক দেখেছিস এ গাঁয়ে ?

জবা॥ বাবা, তুমি বিশ্বাস করছ না মেয়েকে !

নিধিরাম॥ আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারিস ?

জবা॥ কেন পারব না ? (আগাইয়া আসিল)

নিধিরাম॥ থাক্ থাক্, তবে ঠিক বলেছিস। টাকা-

পয়সা খরচ করে কী যে সব স্পাই রেখেছি আমরা! আমি রিপোর্ট করবো। আচ্ছা, তবে চলি। সব সাবধানে থাকিস।

[নিধিরাম যাইবার সময় ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া গেল। জবার সতর্ক দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। ঘোড়ার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে রঞ্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।]

রঞ্জন॥ জ্যাঠামশাইএর নাক ডাকছিল! শুনতে পাওয়া গেছে নাকি?

জবা॥ তা আর যায় নি! সর্বনাশ হ'ল!

রঞ্জন॥ কিন্তু তোমার বাবা হয়তো শোনেন নি। শুনলে কখনো চলে যেতেন না।

জবা॥ চলে গেছেন দলবলকে নিয়ে আসতে। স্পাইদের কাছে হয়তো এ খবর পেয়েছেন—যাকে খুঁজছেন তাঁর হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে।

রঞ্জন॥ তা হ'লে জ্যাঠামশাইকে এখনি তুলতে হয়—সরিয়ে দিতে হয়।

জবা॥ সরিয়ে দিলে হয়তো বাঘের মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে। জানি না ওরা কোথায় ওত পেতে বসে আছে। হয়তো কাছেই আছে। শুনেছ তো—স্পাইরাও সঙ্গে আছে। আমাদের আটঘাঁট পুলিশ নিশ্চয়ই

জেনেছে। (খানিক নীরব থাকিয়া) ওঃ, আমি কি ভুল করেছি! কি ভুল করেছি রঞ্জন!

রঞ্জন॥ ভুল করেছ! তুমি! কি ভুল করেছ দিদি?

জবা॥ যতক্ষণ বাবা টের পান নি ততক্ষণ কোনো ভুল করি নি, কিন্তু বাবা যখন টের পেলেন—ভুলটা করেছি তখন।

রঞ্জন॥ বাপকে গুলী করে মারো নি—এই ভুলটা কি দিদি?

জবা॥ বাপকে গুলী করার মত ভুল আমি করতাম না রঞ্জন। গুলীর শব্দে পুলিশ বাহিনী ছুটে আসতো। শুধু বাপকে হারাতাম না—জ্যাঠামশাইকেও। না—না, সে ভুল নয় রঞ্জন।

রঞ্জন॥ তবে?

জবা॥ মা'র কাছে শুনেছি, প্রাণের ভালবাসা ছিল চিরকাল এই দুই ভাইএর মধ্যে। জ্যাঠামশাইও সে কথা বলেছেন কাল রাত্রে। বলেছেন, "তোর বাপের সঙ্গে যদি একটি বার দেখা হোতো, একটি চড়ে আমি ওর চাকরি ঘুচিয়ে দিতাম!" কতখানি ভালবাসা থাকলে এ কথা বলা চলে রঞ্জন! বাবা যখন টের পেলেন যে ঘরে

কেউ রয়েছে—কেন আমি তখন বললাম না—"বাবা, সে তোমারই ভালবাসার দাদা।" হয়তো বা তা' হলে জ্যাঠামশাই বেঁচে যেতেন—বাবাকেও আমরা ফিরে পেতাম !

রঞ্জন ॥ কিন্তু জ্যাঠামশাইএর পরিচয় বাবাকে তো এখনো দিতে পার জবাদি !

জবা ॥ পারি—যদি তিনি একা আসেন—আশে পাশে তাঁর দলবল কেউ না থাকে। কিন্তু তা হবে না—তা হবে না রঞ্জন ! তুমি যাও—তুমি যাও রঞ্জন,—জ্যাঠামশাইকে তোল, তৈরী হও।

[রঞ্জন ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। এদিকে মহাভারত একখানি হাত তুলিয়া জবাকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। জবা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল। ওদিকে ঘরের ভিতরে রঞ্জন রামের ঘুম ভাঙ্গাইবার সাধনায় নিযুক্ত হইল। তাহার সশব্দ আভাস পাওয়া গেল।]

জবা ॥ কি দাদু ?

[মহাভারত ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে কি বলিল তাহা অন্য কেহ না বুঝিলেও জবার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। জবা যথাসম্ভব তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিতে লাগিল।]

জবা ॥ হ্যাঁ, বাবা চলে গেছে।…না, জ্যাঠামশাইকে ধরে নি।…হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন।…হ্যাঁ, খাবার এনে রেখেছি।…হ্যাঁ, পায়েস রেঁধে দেবো।…না, দেশ এখনো স্বাধীন হয় নি।…না না, মরলে চলবে না… হ্যাঁ, দেশ স্বাধীন হলেই জানাব।…হ্যাঁ, উইলের কথা সবাইকে বলেছি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, (কাঁদিয়া ফেলিল) তোমাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়েই আমরা পোড়াব।… আচ্ছা—আচ্ছা, আমিই তোমার মুখে আগুন দেবো।

[হঠাৎ বাহিরে হুইসিল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর চারিদিক হইতেই পুলিশ গুলী বর্ষণ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, বাড়ী ঘেরাও হইয়াছে। একজন সশস্ত্র পুলিশ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে নিক্ষিপ্ত একটি গুলী তাহাকে ভূপতিত করিল। তৎক্ষণাৎ আরও দুইজন সশস্ত্র পুলিশ বাহির হইতে সেখানে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহারাও ভিতর হইতে নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গুলীতে ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে প্রথমে রাম ও তৎপরে রঞ্জন পলাইবার উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণের দরজার দিকে ছুটিল। সেই সময় নিধিরাম দেয়াল ঘেসিয়া সন্তর্পনে রিভলবার লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে আসিতেছিল। রাম তাহাকে লক্ষ্য করিতেই গুলী করিতে যাইবে এমন সময় নিধিরাম চীৎকার করিয়া উঠিল।]

নিধিরাম ॥ দাদা! তুমি!

রাম ॥ (তৎক্ষণাৎ ভাইকে চিনিতে পারিল। গুলী করিতে উদ্যত হাতটি রাম নামাইয়া নিল। সে আবেগে চীৎকার করিয়া নিধিরামকে জড়াইয়া ধরিল) নিধিরাম! ভাই! তুই!

[সঙ্গে সঙ্গে আহত এক পুলিশ উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে রামকে ধরিয়া ফেলিল। রঞ্জন এই পুলিশটিকে গুলী করিবার সুযোগ পাইতেছে না এইজন্য যে, রামের সহিত তাহার ধস্তাধস্তি হইতেছে—গুলী করিলে হয়তো রামও মারা যাইতে পারে। এমন সময় ভূপতিত আরেকজন পুলিশের গুলীতে রঞ্জন ভূপতিত হইল। রাম ততক্ষণ বন্দী হইয়াছে এবং পুলিশ তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিয়াছে। এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। নিধিরাম উন্মাদের মত তাহার পোশাক খুলিয়া ফেলিল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল।]

নিধিরাম ॥ দাদা, আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি; এই শয়তানী নোকরী আমি ছেড়ে দিলাম!

রাম ॥ তবে চেঁচিয়ে বল্ নিধে—'দিল্লী চলো'—'চলো দিল্লী'—'জয় হিন্দ'!

নিধিরাম ॥ 'দিল্লী চলো', 'জয় হিন্দ'।

জবা ॥ 'দিল্লী চলো'—'জয় হিন্দ'!

[এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার সদলবলে আসিয়া নিধিরামের সামনে রিভলবার উঁচাইয়া ধরিল এবং একজন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। "জয়

হিন্দ”—“দিল্লী চলো” ধ্বনি করিতে করিতে রাম ও নিধিরাম পুলিশদের সহিত চলিয়া গেল। মহাভারত দারুণ উত্তেজনায় যতটা সম্ভব ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সে তাহার কম্পমান দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া পুত্রদের আশীর্বাদ জানাইল। ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

[যবনিকা পুনরায় উঠিলে দেখা গেল—মহাভারত পূর্ববৎ খাটিয়ায় শুইয়া আছে। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। পার্শ্বে রহিয়াছে শ্রীধর। শ্রীধর গাহিতেছে :]

শ্রীধর ॥ “সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।” —রবীন্দ্রনাথ

[বাহির হইতে জবা কিছু ফলমূল, দুধ এবং একখানি সংবাদপত্র হাতে লইয়া ত্বরিতপদে আসিয়া দাঁড়াইল।]

জবা ॥ (শ্রীধরকে) আছেন ?

শ্রীধর ॥ ব্যস্ত হোয়ো না। দুধ এনেছো ?

জবা॥ এনেছি। এখনি ফুটিয়ে দিচ্ছি। কলকাতা থেকে কোন্ বড় নেতা আসছেন—গাঁয়ে সভা করবেন। সবাই আমাকে বলে—'তুমি থাকো, অভ্যর্থনা করতে হবে।' আমি বললাম—'দাতুর এখন-তখন, আমি পারব না,— যত্তবড় নেতাই আস্থন—আমি পারব না। আজ কাগজে স্বাধীনতার কি খবর আছে শুনলাম। পড়তে পারি নি। আপনি বড় করে পড়ুন-না, আমি শুনি।

[কাগজখানি শ্রীধরের হাতে দিয়া জবা তুধ গরম করিবার কাজে লাগিয়া গেল। শ্রীধর পড়িতে লাগিল।]

শ্রীধর॥ "১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ অচল অবস্থার অবসানকল্পে বৃটেনের শ্রমিক-গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লী আসিয়া পৌঁছেন। ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রায় সাড়ে-তিনমাস কাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহারা একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটিতে গণ-পরিষদের মারফত রাষ্ট্রব্যবস্থা যে পর্যন্ত কার্যকরী না হয় সে পর্যন্ত দেশ-শাসনের কাজ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দেরই দ্বারা গঠিত একটি অস্থায়ী গভর্নমেন্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস কিন্তু সর্তাধীনে উহা

গ্রহণ করে। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার ভার বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের হাতে ছাড়িয়া দেয়।”

[জবা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

জবা॥ ‘জয় হিন্দ’! ‘জয় হিন্দ’! দাদু, শোন—শোন—

[সে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীধরের হাত হইতে কাগজটি একরূপ কাড়িয়াই লইল এবং মহাভারতের কাছে যাইয়া উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল।]

“অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৭ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লী হইতে বেতার যোগে ঘোষণা করেন—‘বন্ধুগণ, ভারতের আজ একটি নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে আরোহণের পথে ইহা একটি সোপান স্বরূপ।’

দাদু! দাদু! তুমি শুনছো—স্বাধীনতার দুয়ারে আমরা পৌঁছেচি—স্বাধীনতার দুয়ারে আমরা পৌঁছেচি দাদু!

[কোন সাড়া না পাইয়া জবা গায়ে হাত দিয়া বুঝিল মহাভারতের প্রাণের উত্তাপ নাই। তৎক্ষণাৎ নাড়ী ধরিল—নাড়ী পাইল না। মুহূর্তে জবার সমস্ত আকুলতা স্তব্ধ হইয়া গেল।]

শ্রীধর॥ জবা! তবে কি—!

জবা॥ শেষ—সব শেষ—আমার সব শেষ।

[জবা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহির হইতে কলিকাতার

নেতাকে লইয়া এক শোভাযাত্রা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা মুহূর্তকাল এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিল। স্থানীয় একজন বয়স্ক লোক শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিল—]

জনৈক ॥ শ্রীধরদা। তবে কি—?

জবা ॥ শেষ—সব শেষ।

নেতা ॥ সভা করতে এসেছিলাম। এ গাঁয়ের নেত্রী আপনি। আপনি কেন উপস্থিত থাকতে পারেন নি, শুনলাম। শুনলাম আপনার দাদুর কথা। শুনলাম আপনাদের রাম-নিধিরাম-বলরামের কথা—মহাপ্রাণ আনন্দের কথা। তুলসীর কথা জানলাম, গঙ্গার কথা শুনলাম। শুনে মনে হ'ল, মহাভারত আর কোথায়? এই তো আমাদের মহাভারত! স্বাধীনতার সৌধ রচনা করতে অস্থিদান করেছে কারা? প্রতি গ্রামের এইসব মহাভারত আর তাদের গোষ্ঠী। হে স্বাধীনতার সৈনিক, আজ তোমার পুণ্য বেদীতলে আমরা প্রণাম করি। আশীর্বাদ কর, যে পতাকা তোমরা আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলে—আমরা যেন তার যোগ্য হই, তা বহন করার শক্তি পাই—স্বাধীনতা যেন সত্যিকার স্বাধীনতা হয়।

[সকলে মহাভারতের উদ্দেশে নতজানু হইয়া প্রণাম জানাইল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

সমাপ্ত

❋ পরিশিষ্ট ❋

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা ১৯৫৪ সালের জানুয়ারীতে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশনে এই "মহাভারতী" নাটকটি সর্ব-ভারতীয় দর্শক সমক্ষে অভিনয় করেন এবং তদবধি তাঁহারা ইহা বাংলার সর্বত্র অভিনয় করিতেছেন। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে বর্ধমানে এই নাটকটি অভিনয়-কালে যে অভিনেত্রী 'জবা'র দুরূহ ভূমিকাটি অভিনয় করিতেন, অনিবার্য কারণে তিনি অনুপস্থিত হওয়ায় সমস্যাটি যেভাবে সমাধান করা হয় তাহা এইরূপ :—

'চতুর্থ অঙ্ক' পর্যন্ত অন্য একটি অভিনেত্রীকে দিয়া জবার ভূমিকাটি 'চালাইয়া' লইয়া ঐ অঙ্কের শেষভাগে তাহাকে "হত্যা" করা হয় এবং গঙ্গাকে "পুনর্জীবিত" করিয়া ঐ দৃশ্যেই তাঁহাকে ফিরাইয়া জবার পরবর্তী অংশ গঙ্গার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই পরিবর্তনের দরুণ 'পরিচালক'কে পরবর্তী দৃশ্যে সম্বোধনাদি এবং সামান্য কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। এই নাটকের এইরূপ পরিবর্তিত অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ায় লোকরঞ্জন শাখা তদবধি এই ধারাটিই বজায় রাখিয়াছেন। জবাকে 'বধ' করিয়া গঙ্গাকে 'পুনরুজ্জীবিত' করিতে চতুর্থ অঙ্কের ১১৭ পৃষ্ঠায় যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। কিন্তু 'মহাভারতী' একটি পরিবারের তথা এক জাতির তিন পুরুষের, তিন যুগের কাহিনীরূপে পরিকল্পিত হওয়ায়, নাট্যকার ব্যক্তিগতভাবে 'জবা'র অকাল মৃত্যু চান না। পঞ্চমাঙ্কে তাহার নেতৃত্বই কামনা করেন।

মহাভারত ॥ কে ? আনন্দ ?

জবা ॥ হ্যাঁ দাদু, আনন্দ।

মহাভারত ॥ মরেছে ?

(পতাকা হাতে গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা ॥ না, কে বলে সে মরেছে ? স্বাধীনতার যুদ্ধে সে প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছে। তারই পতাকা বহন করে আজ আমি ঘরে ফিরছি।

[জবা আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

মহাভারত ॥ আজ তুমি ঘরে ফিরছ ! কিন্তু এ-তো ঘর নয়—এ তো আজ শ্মশান। শকুনি গৃধিনীর মত এই শ্মশানে ছুটে আসছে মিলিটারীরা। জবা, তুই তোর মা'র কাছে চলে যা এখনি।

জবা ॥ না, পাড়ার মেয়েরা সেখানে রয়েছে। আমার একার জন্য আমি তাদের মরতে দেব না—

মহাভারত ॥ যা-যা-যা।

জবা ॥ না—না—না ! ওরা পশু, ওরা শয়তান। আমার সম্মান যাক্—কিন্তু আমার স্বামীর সম্মান রাখতেই হবে। ঠাকুমা, তাঁর এই শেষ স্মৃতিটুকু আমাকে দাও—আমাকে দাও ঠাকুমা।

[গঙ্গার হাত থেকে পতাকা লইয়া জবা ছুটিয়া আত্মগোপন করিল।]

গঙ্গা॥ (মিলিটারী বুটের শব্দ শুনিয়া) ঐ—ঐ তারা আসছে। তুমিও এসো, তুমিও এসো।

মহাভারত॥ আমাকে দেখতে হবে না, আমাকে দেখতে হবে না। তুমি জবাকে দেখ।

[জবার উদ্দেশে গঙ্গার প্রস্থান। বিদেশী মিলিটারী পশুদের আবির্ভাব। আসন্ন ঝড়ের পূর্বে ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে দেখা গেল বাড়ী ঘর লণ্ডভণ্ড করিয়া জবাকে জোর করিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিতেছে। জবা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে। মিলিটারীরা জবাকে উঠানে লইয়া আসিল। জবাকে লইয়া মিলিটারীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। একজন মিলিটারী তাহাকে ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিতে গেলে—জবা তাহার হাত কামড়াইয়া দেয় এবং মিলিটারিটি জবাকে লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। আহত মিলিটারীটি রাগে ও আক্রোশে আস্তে আস্তে হাটু গাড়িয়া বসিয়া জবার দিকে সকাম দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অন্যান্য মিলিটারীরা অট্টহাস্য করিতে থাকে। মহাভারত উত্তেজিত হইয়া বাধা দিতে গেলে দু'জন মিলিটারী তাহাকে জোড় করিয়া ধরিয়া রাখে। মহাভারতের সঙ্গে মিলিটারীদের ধস্তাধস্তি হইতে থাকে।]

মহাভারত॥ আনন্দ কি তোকে একখানা ছোরা দেয়নিরে জবা ?

[মহাভারতের কথায় জবার ছোরার কথা মনে পড়িতেই তাহার বুকে লুক্কায়িত ছোরাখানি বাহির করিয়া মিলিটারীকে আঘাত করিতে গেলে—মিলিটারীটি সরিয়া আসে—জবাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছোরা লইয়া মিলিটারীটির দিকে আগাইয়া আসে—মিলিটারীটি পিছু হটিতে থাকে। এই সময় আরেকজন মিলিটারী তাড়াতাড়ি রিভলবার বাহির করিয়া জবাকে গুলী করিল। জবা আর্তনাদ করিয়া মহাভারতের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। মৃত্যু।]

[এদিকে তখন সাইক্লোন শুরু হইয়াছে। মিলিটারীদের একজন সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—]

জনৈক মিলিটারী॥ Cyclone! Cyclone! Clear out! Hey, clear out!

[মিলিটারীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। একজন যাইবার সময় মহাভারতকে সজোরে একটি লাথি মারিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া গেল। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মনে হইল প্রলয় শুরু হইয়াছে। মহাভারত হামাগুড়ি দিয়া জবার মৃতদেহের কাছে আসিল এবং জবাকে ডাকিতে লাগিল।]

মহাভারত॥ জবা—জবা—তুই কথা কইছিস না কেন? তোর পতাকা কই? আনন্দের জয় পতাকা?

[পতাকা হস্তে গঙ্গার প্রবেশ]

গঙ্গা ॥ ওদের পতাকা আমার হাতে। বলরাম গেছে—আনন্দ গেছে—জবাটা……জবাটাও গেল। সকলের পতাকা আজ আমার হাতে।…(ভগবানের উদ্দেশে উর্দ্ধে পতাকা তুলিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) ভগবান, শক্তি দাও—এই পতাকা বইবার শক্তি দাও ভগবান।

[ঝড়ের সহিত লড়াই করিয়া উর্দ্ধে পতাকা ধরিয়া মহাভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহাভারত উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মহাভারত ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভগবান। ভগবান এসে গেছেন। ঝড় হয়ে—তুফান হয়ে, বন্যা হয়ে তিনি এসে গেছেন। (ঝড়ঝঞ্ঝার উদ্দেশ্যে) আও! আও! আও… হাঃ হাঃ হাঃ ডুবিয়ে দাও—ভাসিয়ে দাও—ভেঙে-চুরে খান খান কর। হাঃ হাঃ হাঃ………হাঃ হাঃ হাঃ……

[যবনিকা নামিয়া আসিল]

---

* —ভ্রম সংশোধন—

পৃষ্ঠা ৯৪ :—

গঙ্গা ॥ যেখানে গুলী চলছে—ছেলেরা যেখানে প্রাণ দিচ্ছে—মা সেখানে ঘরে বসে থাকতে পারেনা—পারবে না।

* [প্রস্থান]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Press Note, Calcutta.

U. N. 1124 (200) Pub, *September* 4, *1957*

"MAHABHARATI"

West Bengal Government Drama Unit's Success

On an invitation from the Government of India, the Folk Entertainment Section of the West Bengal Government gave three shows of the Hindi version of Manmatha Ray's "Mahabharati" on the 24th and 25th August at New Delhi in connection with 1857 Centennial Celebration organised by the Song & Drama division, All India Radio. "Mahabharati" as is no at well know is a dramatic record of the common man's struggle for freedom in Bengal, right from 1857 to the transfer of power by the British to Indian hands in 1947. The Delhi Press and the public unanimously acclaimed the performance as an outstanding achievement. The Hindusthan Standard, New Delhi, wrote that it was "more a piece of human document of history than a mere play" and added "the success of the drama owes to each and individual artiste's sincere efforts. To single out a few names would be invidious and unjust to the rest". The 'Hindusthan Times' comment was that "the acting was of a fairly high standard and aided by superb background music. Some of the climatic scenes attained rare dramatic intensity—at once lyrical and tragic". A third appreciation came from the Times of India and ran as follows—"Competency dripped from all over this play-from the writing, the directing and the acting. The script bore the impress of a seasoned dramatist who alone could handle the very ambitious theme, the saga of the Indian freedom movement over a period of forty years, phase by phase, campaign by campaign". The Statesman, New Delhi described the drama as "A Cavalcade in which we see, four generations of a Bengali village house fighting for the freedom of India, It has a tremendous cast biggest yet met in Delhi. It must make a grand entertainment in the villages"..........

"এই ধরনের বিরাট পটভূমিকায় ইতিপূর্বে আর কোন সামাজিক নাটক-রচনার চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই এবং এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে নাট্যকারের প্রয়াস সার্থক হয়েছে।"
—"**প্রবাসী**", চৈত্র, ১৩৬১

"নাট্যজগতে অজন্মার দিনে এমন একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নাটকের যে মূল্য আছে, সে কথা অনস্বীকার্য। নাটকটি এমন ভাবে রচিত, দৃশ্যপটগুলির প্রবর্তনও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেই শুধু নয় শৌখিন রঙ্গমঞ্চেও এ নাটকের অভিনয় করার পক্ষে কোন বাধা নেই।"—"দেশ"

The Folk Entertainment Section of the West Bengal Government's Directorate of Publicity deserves congratulation on the production of "Mahabharati" a playlet depicting the different phases of India's struggle for freedom and conceived as a tribute to the unkown martyrs to the great cause. Stamped with the genius of the well-known dramatist, Sri Manmatha Roy who has written the drama and the musician Sri Pankaj Kumar Mallick who has produced the play and set tunes to the songs, this has a special importance and significance as a production directly under the auspices of the State Government. In a sense it is free India's grateful tribute to the unknown martyrs who served the country with selfless devotion and fell in the battle in order to make the country free. Quite appropriately a leaf has been taken out of the history of Contai in the district of Midnapore. But the official enterprise shuld not end at that, This is a play which we would like to be shown in every village in West Bengal. The State Government should in any case make special arrangement without consideration of expenditure to show this play in the villages of Midnapore where the intrinsic merits of the production reinforced by the local appeal will receive the widest appreciation.

(*Editorial comments in the* "Hindsthan Standard" *dated the 18th August, 1955.*)

মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় নাট্যাবদান

"তাঁর নতুন আঙ্গিকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ করে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর একাঙ্কিকাবলীর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা : ৯-৫-৫৯

"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।"—দেশ : ২১-৫-৫৯

*কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা [প্রতিটি নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যপট। বিখ্যাত নাট্যচতুষ্টয় : একত্রে] ... ৩'০

*নব একাঙ্ক [দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক সংকলন]

*একাঙ্কিকা [একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ] ... ..

*ছোটদের একাঙ্কিকা [ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক] ... ২'০০

*কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া [সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রয়, একত্রে] ৩'৫০

*মীরকাশিম—মমতাময়ী হাসপাতাল—রঘুডাকাত [একত্রে] ... ৩'০০

*জীবনটাই নাটক আরও নাটক [নব সংস্করণ] ... ... ২'৫০

*ধর্মঘট—পথে বিপথে—চাষীর প্রেম—আজব দেশ [চারিটি পূর্ণাঙ্গ নাটক একত্রে] ... ... ৪'

*মরা হাতী লাখ টাকা [শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ অভিনীত] ... ১

*চাঁদসদাগর=অশোক=খনা=সাবিত্রী [প্রত্যেকটি] ... ২.০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬

---

*ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ [সাম্প্রতিক নাট্যচয়ন] ... ৫০

*অমৃত অতীত [যুগান্তকারী আধুনিকতম নাটক, যন্ত্রস্থ]

অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি
৪৯, বলদেও পাড়া রোড
কলিকাতা—৬